শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা • পূজারী • ১৯৯৫

Durga Puja : 1995 : Pujari

চণ্ডী থেকে

রণক্ষেত্রে প্রকটিত চরিত্র আশ্চর্য্য
অচিন্ত্য তোমার রূপ বর্ণিব কেমনে,
অসংখ্য অসুরধ্বংসী দেবি ; তব বীর্য্য
অতিক্রম করিয়াছে দেবাসুরগণে।

হেতু সর্বজগতের ত্রিগুণ স্বরূপে
হরিহর আদি যারে ধ্যানে নাহি পায়,
বাসনা সংশয় আর অবিশ্বাস কূপে
পতিত কেমনে মোরা জানিব তোমায়।

চরাচর ত্রিভুবন তোমার আশ্রিত
তোমারই অংশভূত তোমারই শক্তি,
অব্যাকৃতা তুমি, সব তোমাতেই স্থিত
আদ্যাশক্তি তুমি মাগো পরমা প্রকৃতি।

1995 DURGA PUJA PROGRAM

অনুষ্ঠান সূচি

Saturday, September 30, 1995	
Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1pm
Entertainment	3:30 pm
Arati	8 pm
Prosad	9 pm
Sunday, October 1, 1995	
Puja	10 am
Anjali	12 noon
Prosad	1 pm

১২ই আশ্বিন, ১৪০২, শনিবার	
পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা
বিচিত্রানুষ্ঠান	বিকেল সাড়ে তিনটে
সন্ধ্যারতি	রাত্রি আটটা
প্রসাদ	রাত্রি ন'টা
১৩ই আশ্বিন, ১৪০২, রবিবার	
পূজা	বেলা দশটা
অঞ্জলি	বেলা বারোটা
প্রসাদ	বেলা একটা

Brochure 1995 Credits:

Editing and typing:
Jayanti Lahiri, Rekha Mitra, Samar Mitra, Amitava Sen, Suzanne Sen

Cover:
Asok Basu

Brochure Design:
Amitava Sen

Production:
Asok Basu, Amitava Sen

Published by:
Pujari
4515 Holliston Road
Doraville, Georgia 30360
tel: (404) 451-8587

CONTENTS

রচনা (Articles)

Samar Mitra - কো অদ্ধা বেদ 4
Atal Bihari Basu - ভক্তের ভগবান 8
Samar Mitra - ShriShriChandi: A Brief Introduction 11
Shyamoli Das - The Kali Temple at Dakshineswar 14
Ranendra Nath De - বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম 16
Soma Mukherjea - Art and Propaganda 32
Sabyasachi Gupta - My Brush with Western Music: A Few Months with Washington D.C. Metro Choir 34
Rajarshi Gupta - A Summer at Harvard 35
Joe Bhaumik - Soccer Games 41
Rahul Basu - Oedipus and the Sphinx 43

গল্প (Stories)

Rekha Mitra - বাসনাপূরণ 20
Bijan Prasun Das - গল্প হলেও সত্যি 25

কবিতা (Poems)

Pranab Kumar Lahiri - কলকাতার ডাক 28
Susmita Mahalanobis - মুক্তোর ধারা, আমার ছড়া 28
Kalpana Das - স্বপ্নভঙ্গ 29
Ratna Das - ছবি 29
Anindita De - এ কি কলকাতা 29
Susmita Mahalanobis - বঙ্গজননী 30
Samar Mitra - ডাক 30
Shyamoli Das - মঙ্গলদীপ জ্বলে 31
Sabyasachi Gupta - Hope 35
Yasho Lahiri - Durga Puja, Re-Birth, Immigrant Song 36
Nandini Banik - A True Friend 37
Reshma Gupta - Romance, The Mysterious River 38
Priyanka Mahalanobis - A Beautiful Day 40
Mohua Basu (Pia) - Summer Days 42

অঙ্কন (Drawings)

Rekha Mitra - Untitled 1, 2, 14, 24, 28, 30
Shyamoli Das - The Kali Temple at Dakshineswar 15
Marjorie Sen - Hands with Mehndi 31
Mimi Sarkar - Durga 33
Atasi Das - Flowers 37, 38
Marjorie Sen - Front/Side Self-Portrait 39
Sandi Mitra - Computer Drawing 40
Joe Bhaumik - Soccer 41
Mohua Basu (Pia) - Self-Portrait 42
Rahul Basu - Oedipus and the Sphinx 43
Debayan Bhaumik - Drawing 44

বিবিধ (Miscellaneous)

Entertainment Program 46
Somnath Mishra - Synopsis of Play 47
Special Thanks 47
Statement of Accounts 48
Directory of Members 49

কো অদ্ধা বেদ

সমর মিত্র

কয়েকবছর আগে এক প্রবীন সন্ন্যাসীকে পুনর্জন্মের আলোচনা প্রসঙ্গে ইভলিউশান অর্থাৎ বিবর্তনবাদ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। সন্ন্যাসীটি বলেছিলেন যে প্রকৃতি মনুষ্যেতর প্রানীদের বিবর্তন ঘটাতে ঘটাতে মানুষ সৃষ্টি করেন, তারপরে তিনি আর হস্তক্ষেপ করেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ তার আপন কর্মের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কর্ম অনুযায়ী দেহান্তরের পর মানুষের অজর অমর আত্মাটি আবার মানুষ বা অন্য কোন প্রানী বা জড়বস্তুরূপেও আবির্ভূত হতে পারে (কঠোপনিষদ্ ২ : ২ : ৭, মুণ্ডকোপনিষদ্ ১ : ২ : ১০), অর্থাৎ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার উল্টোটা বা আবর্তনও চলেছে। পেণ্ডুলামের দোলার মত এই যুক্তিটি খুবই ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়। সন্ন্যাসীকে আর একটি প্রশ্ন করার কথা তখন মনে হয়নি, সেটি হল যে প্রথম মানুষজন্মের আগে সেই জীবাত্মা কোন বিশেষ দেহ ধারন করেন কিনা, যেমন বিজ্ঞানীরা বানর, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদিদের মানুষের পূর্বপুরুষ বলে থাকেন। সেই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রথমটির উত্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কি হতে পারে সেই ভাবনা লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস এটা।

সেই প্রচেষ্টার সুরুতে বিভিন্ন বস্তুর স্বভাবের (স্ব - আপন ; ভাব - ধরন, গড়ন, কর্ম, ব্যবহার ইত্যাদি) বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবা যেতে পারে। মানতে বাধা নেই যে মানুষ ছাড়া অন্য সব কিছুর স্বভাব সম্বন্ধে ধারনা করা খুব কঠিন নয়। যেমন পাথর স্থানু, অনুভূতিশূন্য ইত্যাদি ; গাছপালা স্থানু কিন্তু প্রান ও সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, খাদ্যনির্ভর, মরনশীল ইত্যাদি ; প্রানী স্থানু নয়, প্রান ও সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, খাদ্যনির্ভর, মরনশীল, তার জীবনযাত্রা মোটামুটি একছকে বাঁধা, কোন প্রানী হিংসা করে, কেউ করে না ইত্যাদি। একমাত্র মানুষের বেলায় এই জীবনযাত্রর অসংখ্য ছক দেখতে পাওয়া যায়। স্থূলভাবে শ্রেনীবিভাগ করে বলা যায় যে, কোন মানুষের জীবনযাত্রাটি প্রায় পাথরের সঙ্গে তুলনীয়, কারো বা গাছপালার সঙ্গে আবার কারো সঙ্গে বিশেষ কোন প্রানীর চরিত্রের মিল দেখা যায়। নিজের মান সম্বন্ধে হুঁশ আছে যার, শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষের এইরকম একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেই বিভাগ অনুযায়ী শ্রেনীগুলির পাথর-মানুষ, গাছ-মানুষ, প্রানী-মানুষ ও মানুষ-মানুষ এইরকম নামকরন করা যেতে পারে। শেষ দুটির সামান্য সূক্ষ্মবিভাগ করে দৃষ্টান্ত আরও একটু বিশদ করা যায় যেমন, প্রানী-মানুষের বেলায় শেয়াল, শকুনি, সিংহ ইত্যাদি ও মানুষ-মানুষের বেলায় পন্ডিত, মুনি, দেবতা ইত্যাদির উপমা ব্যবহার করা চলে।

প্রকৃতি যদি প্রানীদের মানুষজন্মলাভে সাহায্য করেন তাহলে মানুষের স্বভাবের এই ধরনের বর্ননা থেকে বলা যায় যে মানুষজন্মলাভের আগে বিশেষ কোন দেহ ধারণের প্রস্তাব গ্রহনীয় হতে পারে না। শাস্ত্র বলেন যে মানুষের জীবনে তার পূর্বজন্মের সংস্কারের প্রতিফলন দেখা যায়। অতএব কোন মানুষে শকুনির প্রবৃত্তি দেখলে সে পূর্বজন্মে শকুনি ছিল এরকম সিদ্ধান্ত অসমীচীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরে এই শকুনি মানুষটি বিবর্তিত হতে হতে যেমন দেবমানুষের বা আরো উর্ধ্বস্তরেও পৌঁছতে পারে তেমনি অন্য যে কোন স্তরেও রূপান্তরিত হতে পারে। তার কারন মানুষ তার কর্মের জন্যে দায়ী এবং সে তার কর্মফল জন্মজন্মান্তর ধরে ভোগ করে। অন্য প্রানীর কর্মফল সঞ্চিত হয় না কারন তাকে তার কর্মের জন্যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায় না। অতএব

তার পুনর্জন্মের ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদ দিয়ে সম্ভব নয়। প্রকৃতি একটি হাতী ও জীবাণুর মধ্যে বৈষম্য ঘটাবেন কেন ?

একমাত্র মানুষের দেহকেই অসংখ্যরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে গড়েছেন প্রকৃতি। দেহত্যাগের পর তিমির বা শকুনির আত্মা যদি বিড়ালের দেহ আশ্রয় করে তাহলে সেই বিড়ালের দেহে তিমিত্ব বা শকুনিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না কারণ বিড়ালের দেহযন্ত্রটি তিমিত্ব বা শকুনিত্ব প্রকাশের উপযোগী নয়। কিন্তু মানুষের দেহের মাধ্যমে যে কোন সংস্কার প্রকাশই সম্ভব এ কথা মেনে নেওয়া যেতে পারে। তবে তার পরিবেশ যে তার স্বভাবকে তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করবে এ যুক্তিও মানতে হবে। কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন (গীতা ৮ : ৬) যে জীব তার সংস্কার অনুযায়ী বাসনা নিবৃত্তির অনুকূল পরিবেশ বেছে নিয়ে তবেই নতুন দেহ ধারণ করে। দাঁড়াল এই যে উত্তরাধিকার ও পরিবেশ স্বতন্ত্র নয়, এরা উভয়ে পরস্পরনির্ভরশীল।

শ্রীভগবান আরও বলেছেন (গীতা ১৫ : ৭-৯) যে জীবমাত্রেই সনাতন ও আমার অংশ , সে প্রকৃতি থেকে পাঁচটি ইন্দ্রিয়সহ মনকে আকর্ষণ করে দেহধারণ করে এবং দেহত্যাগ করার সময় এইগুলিকে সঙ্গে নিয়ে যায় । এই তথ্যটি মানুষকে উপলক্ষ্য করে বলা হলেও বিষয়টি মানুষের মধ্যেই সীমিত এমন মনে করার কোন কারণ নেই অর্থাৎ অন্যান্য প্রাণীদের দেহত্যাগের বর্ণনাও অনুরূপ হতে কোন বাধা নেই। ভাবনার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সব প্রাণীরই আছে। মানুষের সঙ্গে তফাৎ এই যে তাদের ভাবনা কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অপরপক্ষে মানুষের ভাবনা তার কর্মকে এবং কর্ম তার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষ যদি পরজন্মে অন্য প্রাণী হয়ে জন্মায় তবে সেই দেহে পূর্বজন্মের মনের ক্রিয়ার বাহ্যিক প্রকাশ না থাকলেও মনের নীরব কার্যকারিত্ব অবশ্যই থাকতে পারে। যেমন হরিণজন্ম লাভ করেও ভরতের মনে পূর্বজন্মের স্মৃতি ছিল।

মা ও বাবার কর্মফলের সঙ্গে তাদের সন্তানভাগ্য জড়িত। সেই সন্তানের পূর্বজন্মে মানুষী দেহ থাকলে তিনজনের কর্মফলের যোগাযোগ ঘটেছে বলা চলে। আবার সেই সন্তানের পূর্বজন্মে অন্য প্রাণীদেহ থাকলে মা বাবার কর্মফল দিয়েই এই যোগাযোগ ঘটেছে বলতে হবে। কর্মফল অনুযায়ী শেয়ালের মত ধূর্ত বা সিংহের মত বলশালী সন্তান ইত্যাদি পাওনা হলে প্রকৃতি সেই সেই প্রাণীকে মানুষের জন্ম পাইয়ে দেন।

মানুষের দেহলাভ অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরস্কার হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা সেটাও বিচার্য্য বিষয়। সাধারণত পুরস্কার বলতে একটা বিশেষ কর্মের ফল বোঝায়। প্রাণীদের মধ্যে কর্মবিভাগ থাকলেও কর্মের গুণের তারতম্য নেই, তাদের সবই প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সে কারণে কোন প্রাণীর পক্ষেই মানুষজন্মলাভ পুরস্কার বলে গণ্য হতে পারে না - হলে প্রকৃতিকে অসম ব্যবহারের দোষে অভিযুক্ত হতে হয়। সকল প্রাণীই আপন আপন স্বভাব অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্ম করে চলেছে, তবে বিশেষ কর্ম সম্পাদনের জন্যে প্রকৃতি প্রয়োজনমত তাদের মানুষজন্ম পাইয়ে দেন। দেহ থেকে দেহান্তরে যাতায়াতের বিষয়ে একমাত্র মানুষকেই কর্মফলের ওপর নির্ভরশীল করে প্রকৃতি তাকে বিশেষ নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন। অন্য প্রাণীদের বেলায় প্রারব্ধ, সঞ্চিত ইত্যাদি কর্মের প্রশ্ন ওঠে না - প্রকৃতি তাদের মানুষ জন্ম পাইয়ে দেবার পর থেকে ঐ সব কর্মের সৃষ্টি হয়।

জীবদেহে এই প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বর আত্মারূপে যুক্ত হয়ে রয়েছেন কিন্তু তাই বলে তিনি জাগতিক বিষয়ে প্রকৃতির নিয়মের ওপরে হস্তক্ষেপ করেন না। শ্রীকৃষ্ণের ষোলহাজার স্ত্রী (?) ছিলেন।

এদের মধ্যে কে কোন কর্মফলে এমন সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন ভাগবতকার সে সব কাহিনী বর্ণনা করেননি, চেষ্টা করলে লিখে উঠতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তবে গড়পরতা প্রত্যেক স্ত্রীর যে দশটি করে সন্তান হয়েছিল সেকথা এবং তাদের মধ্যে প্রধান কয়েকজনের নাম পাওয়া যায় ভাগবতে। শ্রীকৃষ্ণের সন্তান বলে সেই সন্তানেরা যে সবাই অসাধারণ ছিলেন তেমন কোন নিদর্শন কিন্তু সেখানে পাওয়া যায় না। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্ন সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে মনে হয়। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকেও ভাগবতকার বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাই বলা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের সন্তানেরা আপন কর্মফলেই ঐ দুর্লভ জন্মলাভ করেছিলেন কিন্তু সেই সৌভাগ্য তাঁরা ধরে রাখতে পারেননি। তাঁদের কর্মদোষে সমগ্র যদুবংশ নির্মূল হয়ে গিয়েছিল (লঘুদোষে মুনিদের অভিশাপ একটা উপলক্ষ্য মাত্র)। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষী হয়ে রইলেন শুধু এবং ঐ অভিশাপের মর্যাদা রেখে নিজের প্রাকৃত দেহও যথাসময়ে ত্যাগ করলেন।

কর্ম, কর্মফল, জন্মান্তর ইত্যাদি যেমন ব্যষ্টির ক্ষেত্রে তেমনি সমষ্টির ক্ষেত্রেও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। আমরা দেখি যে একজনের কৃতকর্ম অপরের ওপর ক্রিয়া করে। এই কর্মটি কি তাহলে অপরকে তার পাওনা কর্মফলদানের জন্যে কৃত হল ? সেক্ষেত্রে এই কর্মের কর্তাকে কি তার আপন কর্মের ফলভোগ করতে হবে না ? আবার অপর ব্যক্তিটি যদি অকারণে এই কর্মের দ্বারা অভিভূত হয়ে থাকেন তাহলে কেন সেটি ঘটল এই প্রশ্নও করা যেতে পারে। নানাসূত্র থেকে এইভাবে যে জীবের সুখদুঃখভোগ এর কোন ব্যাখ্যা আছে কিনা আর একটি প্রবীন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে সেই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে এই প্রশ্ন অবান্তর বা অর্থহীন। প্রকৃতিতে জন্ম ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও ধ্বংস, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি, যাদের আদি ও অন্ত আছে, সেই সমস্ত অবিরাম ঘটে চলেছে। কিভাবে ঘটছে তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে চলেছেন, কেন ঘটছে তার জবাব কে দিতে পারে ? এতরকম পদার্থ, এতরকম প্রাণী কেন এই সৃষ্টিতে এ প্রশ্নের জবাব যদি থাকেও তা জেনেই বা কি হবে ? এই সৃষ্টির পেছনে যিনি আছেন তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন জমিদারবাবুর বিষয়সম্পত্তির হদিশ্ করতে গেলে জমিদারবাবুর দ্বারস্থ হতে হয়। এই সন্ন্যাসীটিও ঐ স্তর থেকে প্রশ্নটি বিবেচনা করেছিলেন।

তবুও স্থূল জগতের স্থূল ঘটনাগুলি এই সব প্রশ্নের সৃষ্টি করবেই। কারণ স্থূল ঘটনাগুলির কারণ স্থূল জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম জগতের ইঙ্গিত পাওয়া যায় বলেই সে সম্বন্ধে কৌতূহল ও সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে নানারকম প্রশ্নও সৃষ্টি হয়। কোন অপরাধে হরিণকে বাঘের খাদ্য হতে হবে ? তারপরে বাঘকে যদি তার হিংসাত্মক কর্মের জন্যে দায়ী না করা যায় তাহলে মানুষই বা তার কর্মের জন্যে দায়ী হবে কেন এই সব প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায়। এই প্রশ্নের মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর যা পাওয়া যায় তা হল যে মনুষ্যেতর প্রাণী সম্পূর্ণভাবে দৈব বা কর্মফল বা প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু মানুষের বেলায় সেই সঙ্গে পুরুষকার বলে আর একটি শক্তিও জড়িত। অবশ্য এই বিষয়টি নিয়ে মতভেদ আছে কিন্তু এই পুরুষকারটি দিয়ে যে মানুষকে তার কর্মফলের জন্যে দায়ী করা চলে সেই ব্যাখ্যাটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা যায় না। মহাভারতের কর্ণ তাঁর জন্মকে দৈবায়ত্ত অর্থাৎ ভাগ্য বা কর্মফলদ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু এই পুরুষকার বলে শক্তিটি যে তাঁর নিজের সেই দ্বিধাহীন ঘোষনাটিও তাঁর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়েছিল।

বাঘের দেহ বাঘরূপী জীবের প্রধান উপাধি। মানষেরও তাই, তবে তাকে এই দেহ ছাড়া আরো নানারকম উপাধি নিয়ে জীবন কাটাতে হয়। সূতপুত্র কর্ণের এই দৈব উপাধিটি তাঁর জীবনে প্রধান

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষকার দ্বারা নতুন নতুন উপাধি অর্জনের ক্ষমতা থাকলেও নানাসূত্র (দৈব ?) থেকে বাধা আসতে পারে, সেই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে পারলেও অর্জিত উপাধিগুলি যে সব সময় যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে না কর্ণের জীবনে তা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসবের জন্যে সরাসরিভাবে যদি কোন কিছুকে দায়ী করা যায় তো সেটি হল প্রধান উপাধিরূপী মানুষের এই দেহ। দেহ এই শব্দটির অর্থের মধ্যেই এই তথ্যটি নিহিত রয়েছে।

শীর্ণ হয় বলে যেমন শরীর তেমনি দহন এই ক্রিয়াটির অধীন বলেই দেহ। এই অর্থের মধ্যে তাই বলে মৃত্যুর পরে দেহ ভস্মীভূত করার নির্দেশ বা ইঙ্গিত রয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। ঋষিরা বিচার করে বলে গেছেন যে দেহ মাত্রেই তিন ধরণের তাপে তাপিত হয়। তাঁরা দেহযন্ত্রের এক বা একাধিক অংশের বৈকল্যজনিত তাপ বা পীড়াকে আধ্যাত্মিক ; অপর কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা পদার্থদ্বারা সংঘটিত দহনক্রিয়াকে আধিভৌতিক ; আর অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত ইত্যাদিকে আধিদৈবিক বলে ত্রিতাপের এইরকম নামকরন করেছেন। জীবদেহমাত্রই এই ত্রিতাপে জর্জরিত, তবে এর প্রকাশ হরিণের বেলায় এক রকম আর তার খাদক বাঘের বেলায় আর এক রকম। দেহের প্রকারভেদে এবং স্থান ও কালভেদে দহনের প্রকারভেদ, কিন্তু এই দহনক্রিয়াটি থেকে কারোই অব্যাহতি নেই। তাই কোন শুভকর্মের প্রারম্ভে তিনবার ওঁ শান্তি বলে এই ত্রিতাপের দহনক্রিয়াটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার প্রার্থনা জানানো হয়।

ভক্তরা এই ত্রিতাপ ও তার জ্বালাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বলেন যে এই জ্বালা আছে বলেই ভগবানকে স্মরন করে মানুষ। জ্ঞানীরা দুঃখ এবং তথাকথিত সুখ উভয়কেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য ও অনিত্য (গীতা ২ : ১৪) বলে সে সব সহ্য ও উপেক্ষা করার কথা বলেন। কর্মীরা ফলসহ কর্ম ঈশ্বরে অর্পন করে তাঁর অর্চনার কথা বলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এই ধরণের অনুশাসন কার্যকরী করা সহজসাধ্য নয়। অরণ্যবাসক্লিষ্ট দ্রৌপদী অধার্মিক কৌরবদের সমৃদ্ধি আর ধর্মপথে অটল পান্ডবদের দুর্ভাগ্য দেখে একদিন যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুযোগ করেছিলেন যে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্ট জীবদের নিয়ে পুতুলখেলা করছেন - এবং খেয়ালখুশীমত সংযোগ ও বিয়োগ ঘটিয়ে জীবের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করছেন। শক্তিমান বলে তিনি অন্য সবার মত আপন কৃতকর্মের ফল ভোগ করছেন না। মহাভারতের এই কাহিনীটি অবলম্বন করেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সেই গানটি - ' খেলিছ, খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে, বিরাট শিশু আনমনে ; প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুলখেলা .... '।

কিন্তু জীব সৃষ্টি করেছেন যিনি, জীবের আহার নির্দিষ্ট করে সেই আহারের ব্যবস্থাও করেছেন যিনি, যাঁর নির্দেশে সূর্য্য তাপদান করেন, ইন্দ্র বর্ষন করেন ইত্যাদি তিনি জীবের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহারের দোষে কি অভিযুক্ত হতে পারেন ? তবে জীবের পছন্দ হোক বা না হোক, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট সমস্ত বস্তুর জন্যে তিনি বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। শ্রীভগবান মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট বিধি নিষেধগুলি সংক্ষেপে ও যেমন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, বিচার করলে (গীতা ৩ : ১০-১৩) সেই যুগের মত সেগুলি একালেও অযৌক্তিক বলে মনে হবে না। দ্রৌপদীর অনুযোগের সরাসরি উত্তর দেননি যুধিষ্ঠির। বিধাতার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যহীনতা তাঁর বিচার্য্য নয়, ধর্মসম্মত জীবন নির্বাহ করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য এই মত প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

তবুও এই চিরন্তন প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে জল্পনা কল্পনা শেষ হয়নি, হবেও না। ঋক্‌বেদের ঋষির বানীতেও (১০ : ১২৯) ' কো অদ্ধা বেদ ... ' - অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিরও আগে তার সম্বন্ধে কেই বা জানে আর কেই বা বলতে পারে - এই অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি হয়নি।

ভক্তের ভগবান

অটলবিহারি বসু
কলিকাতা

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ। (গীতা ১০ : ৯)

মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার বিষয় বুঝাইয়া এবং সর্বদা আমার বিষয়েই আলাপ করিয়া সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হন।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়াভূতং চরাচরম্।
নান্তোস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া।
যদ্যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন
বিষ্টভ্যাহম্ ইদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। (গীতা ১০ : ৩৯-৪২)

হে অর্জুন, সমস্ত ভূতের যাহা কারণ তাহা আমিই। চরাচরে এমন কোন ভূতই নাই যাহা আমা ব্যতিরেকে হইতে পারে। আমার দিব্য বিভূতিসমূহের শেষ নাই। তোমাকে সে সমস্ত সংক্ষেপে বলিয়াছি। বিভূতিবিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত কিংবা প্রভাবসম্পন্ন যাহা কিছু আছে তুমি সে সমস্তকেই আমার তেজের অংশভূত বলিয়া জানিও। কিন্তু এই সমস্ত বিস্তারিতভাবে জানিয়া কি হইবে, এই নিখিল জগৎকে আমি আমার একটি অংশে ধারণ করিয়া আছি।

একটা বৃহৎ কিছুর সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দীপ্ত চৈতন্যের যে ব্যাপ্তি এবং উল্লাসকে আমরা অনুভব করি তাই আমাদের মধ্যে ব্রহ্ম বা আত্মচৈতন্যের বিস্ফুরণ। ব্রহ্মগন্ধ, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মতেজ ও ব্রহ্মযশরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ। (উপনিষদ্ প্রসঙ্গ - ২য় অনির্বান)

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আদ্য, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্তলোকে
তুমি আদ্য মোরে চাহি - আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর -
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।

রবীন্দ্রনাথ, পূজা (৩৩৭ নং)

ব্রহ্ম ধরা দেন দ্যুলোকঘেঁষা প্রজ্ঞাত্মক প্রাণের কাছে বা শুদ্ধ মনের কাছে। সেই মন ব্রহ্মকে দেখে বৃহৎ জ্যোতিরূপে এবং তাতেই অবগাহন করে তাঁকে শোনে বৃহৎ সামরূপে।

(কেনোপনিষৎ ৩য় খণ্ডের সংক্ষিপ্ত কাহিনী) অসুরদিগের সহিত যুদ্ধে বিজয়ী দেবতারা নিজেদের কৃতিত্বে গৌরব বোধ করিতেছিলেন। তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে শ্রীভগবান পরমব্রহ্ম যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি কে তাহা জানিবার জন্য দেবতারা অগ্নিকে পাঠাইলে যক্ষ অগ্নির পরিচয় ইত্যাদি জানিতে চাহিলে অগ্নি বলিলেন যে তিনি সমস্ত পদার্থ ধ্বংস বা দগ্ধ করিতে পারেন। যক্ষ বলিলেন-' তুমি এই তৃণখণ্ডটিকে দগ্ধ কর।' অগ্নি পারিলেন না, ফিরিয়া আসিলেন। দেবতারা তখন বায়ুদেবতাকে পাঠাইলেন কিন্তু তিনিও তৃণখণ্ডটি গ্রহন করিতে সক্ষম হইলেন না। অতঃপর যক্ষের স্বরূপ জানিবার বাসনায় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র অগ্রসর হইবামাত্র ব্রহ্ম অন্তর্হিত ও সেই স্থলে বহুশোভমানা হৈমবতী উমা আবির্ভূতা হইলেন। বিস্ময়াবিষ্ট ইন্দ্র উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ' এই যক্ষ কে ? ' উমা বলিলেন, ' ইনি ব্রহ্ম, ইঁহার শক্তিতেই তোমরা যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ। '

আর ঐ উমা দ্যুলোক ভূলোক ব্যাপ্ত করে রয়েছেন। তিনি সেই মহাসম্ভূতি, যা হতে বিশ্বভুবন সৃষ্ট। তিনিই সাবিত্রী, তিনিই গায়ত্রী, তিনিই জীবের মঙ্গল ও কল্যাণের কারয়িত্রী।

My God who never came to me till now,
His voice I hear that ever says " I come "
I know that one day he shall come at last.
I am the seeker who can never find
The light his soul has brought his mind has lost.
All he has learned is soon again in doubt.
He is compelled to be what he is not

Sri Aurobindo, Sabitri

সব আশা ও নিরাশার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি :

After we entered the path he envelopes us with his wide and mighty liberating impersonality or moves near to us with the face and form of a personal Godhead. In and around us we feel a power that upholds and protects and cherishes; we hear a voice that guides; a conscious will greater than ourselves rules us; an imperative force moves our thought and action and our very body; an ever-widening consciousness assimilates ours, a living Light of knowledge lights all within or a Beatitude invades us; a mightiness presses from above concrete, massive and overpowering and penetrates and pours itself into the very stuff of our nature; a peace sits there, a Light, a Bliss, a Strength, a Greatness. Or there are relations, personal intimate as life itself, sweet as love, encompassing like the sky, deep like deep

waters. A Master of works and ordeal points our way, a Creator of things uses us as His instrument. We are in the arms of the eternal Mother. All these more seizable aspects in which the ineffable meets us are truths and not mere helpful symbols or useful imaginations.

Sri Aurobindo, Synthesis of Yoga

কে গো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে
আমি ঘরিতেছি খুঁজি
কে তুমি গোপনে চালাইছ মোরে
আমি যে তোমারে খুঁজি।

রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা (অন্তর্যামী)

ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।

রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী

দিন রজনী আছেন তিনি আমাদের এই ঘরে
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
যেমনি ভোরে জেগে উঠে নয়ন মেলে চাই
খুশি হয়ে আছেন চেয়ে দেখতে মোরা পাই।
তাঁরি মুখের প্রসন্নতায় সমস্ত ঘর ভরে
সকাল বেলায় তাঁরি হাসি আলোক ঢেলে পড়ে।
একলা তিনি বসে থাকেন আমাদের এই ঘরে
আমরা যখন অন্য কোথাও চলি কাজের তরে।
দ্বারের কাছে তিনি মোদের এগিয়ে দিয়ে যান
মনের সুখে ধাইরে পথে আনন্দে গাই গান।
দিনের শেষে ফিরি যখন নানা কাজের পরে
দেখি তিনি একলা বসে আমাদের এই ঘরে।
আমরা যখন অচেতনে ঘুমাই শয্যা পরে
তিনি তখন বসে থাকেন আমাদের এই ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি (৪৯নং)

আমার অর্থ তোমার তত্ত্ব বলে দাও মোরে অয়ি
আমি কিগো বীণা যন্ত্র তোমার
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্চ্ছনাভরে গীতঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে।

রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা (অন্তর্যামী)

শ্রীভগবানের ভাবনায় বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা এইভাবে রূপায়িত হয়ে আমার মনে ধরা দিল। তাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে কিনা তার সন্ধান অবান্তর বলেই মনে হয়।

ShrishriChandi - A Brief Introduction

S. Mitra

Shrimadbhagavadgita (gita in short) and ShrishriChandi (Chandi in short and known also as Saptashati as well as Devimahatmyam) are two well-known and widely read Hindu scriptures. The former is included in the epic Mahabharata (Bhishmaparva Chs. 25-42) and the latter is included in Markandeyapurana (Chs. 25-42). Bhagavadgita or the Celestial Song consists of 700 verses (701 when the first verse found in Ch. 13 of some edition not commented upon by some commentators, is counted). As is well known, Gita is mostly composed of the dialogue between ShriKrishna and Arjuna in the battlefield of Kurukshetra. The discussion brought Arjuna back to his senses when he was very much overpowered by grief resulting from his perception of the impending disaster. Chandi consisting of 578 verses or 700 mantras also has a similar background. It was narrated by the sage Medha in his forest hermitage to the king Suratha and the Vaishya (businessman) Samadhi. Both of them, being deprived of their worldly possessions, by their near and dear ones, were under severe mental strain.

All Hindus, regardless of their faith and tradition, acknowledge the authority of the Vedas which are their most ancient scriptures. Interestingly enough, the Vedas grant their followers infinite freedom of choice in the pursuit of their spiritual goal. Some regard the ultimate reality as formless while the rest prefers to ascribe a special form of their liking to the Lord or the God. In Chandi, God is worshipped as the Mother. The sages of the yore, in their infinite wisdom, took note of the differences in taste, levels of mental, emotional and intellectual development among human beings. Accordingly, they came up with a menu of multiple choices to suit the temperamental and spiritual inclinations of all. ShriRamakrishna used to say that the mother knows the likes and dislikes and the digestive ability of each of her children and accordingly she cooks and feeds them.

A man, in order to live like one, has to fulfil multiple needs. Not only does he need food for the physical survival of the body but he also needs nourishment for the vitality of his mind and spirit. Unfortunately, the malnutrition of the mind and spirit is usually not felt until a rude jolt is received from the world outside, the world of

names and forms. The trouble is, that, with rare exception, man is constantly searching for lasting happiness in this world without success. Still he does not give up because he fails to learn from his repeated failure that the world which is ephemeral in nature can not provide him everlasting happiness for it can not give that which it does not possess. Little does he realize that the competition, conflict and the confrontation he enconters in this world are nothing but signals transmitted by nature to awaken and enlighten him. Those are nature's way to make him aware of the futility of the mode of his conduct and hence to direct his search elsewhere to find that eternal fountain of happiness which is indeed his birthright. Prior to the beginning of that search a man has to constantly wonder why in spite of his socalled ability to rationalize and discriminate, his interaction with the world invariably results in undesirable and unexpected consequences. When the seriousness of this inquiry reaches its climax it can be said that the first step has indeed been taken towards that long and arduous spiritual sojourn.

The mechanism of the spiritual unfoldment has been outlined in Chandi by the great sage Medha as he begins his description of Mahamaya, the Mother Goddess. She is the power of that reality which keeps even the wise bound to this world while hiding her true nature from them as if with a strong blindfold (Ch. 1 : 55). ShriKrishna in Bhagavadgita (7: 14) also told Arjuna of his divine power (maya) which is impossible to overcome. This is the play of the divine that only a fortunate few can recognize as such. However, the same power that keeps man bound to this world is precisely the same power that releases him from the bondage. Said the sage, " take shelter in her, seek and you shall find " (Ch. 13- 4-5).

The king Suratha wanted to know more about That to describe which the sage used the label of Mahamaya. The sage said that in her true and eternal state she is beyond the grasp of our senses. But to begin w1th, this universe can be recognized as her gross form. Further, she can also be perceived through her numerous subtle states by which she pervades the entire gross universe. She is not only that we perceive in this world as beauty, splendour, light and the power of creation and sustenance but she also manifests herself as ugliness, darkness and the power of destruction as well. She is our ability to comprehend and our ignorance is also another way she lets her presence felt. She is the hunger we feel and she is the sleep which refreshes us. She is the shame and repentance that arise in our conscience as a result of our inappropriate actions. She is the

vocation we pursue, she is the power that makes us forgive and she is the peace of our minds. She is the motherhood of the mother and she is the one that has become all these names and forms. Who but she is the consciousness of the conscious?

The spiritual lesson of Chandi has been imparted by the sage through three episodes. The first deals with the slaying of two asuras or demons Madhu and Kaitava. The metaphorical meanings of these two names are pleasure and multitude. The spiritual seekers are advised to recognize the futility of deriving everlasting peace and happiness from the multiplicity which characterize the world outside. The second episode is about destroying another demon named Mahishasura which is a symbol of anger, the worst enemy of mankind that works from within and is so easily aroused by unfulfilled desire. In the third episode the sage introduces us to two of our greatest enemies named Shumbha and Nishumbha who represent our intense feelings of egotism i.e. the constant feelings of I-ness and my-ness. Due to their close association they have been introduced as two brother demons. No wonder the Mother goddess is called by the generic name of Chandi (mostly in Bengal) due to her fierce role in destroying these extremely powerful enemies of mankind. In a sense, Chandi is regarded by some as the milestone well beyond gita. The latter mostly teaches us ways to live in this world while the former teaches us how to live with our own selves.

Surely, each of the episodes ends with the destruction of the demons. What is noteworthy in them is that in each case it is the Mother who has to come to the rescue. The sage has given the Mother the names of Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati respectively in the three episodes. These have been interpreted as conquering the three gunas or qualities respectively representing (1) ignorance, (2) engagement in worldly activities with the pride of a doer and (3) the relatively pure and superior state of mind which also is a bondage hard to recognize and even harder to overcome. The devotee recognizes the strength of the bondage, acknowledges his inability to free himself by himself. He prays to enlist the Mother's assistance just like a child who, when threatened, takes refuge in his mother's arms. Anyone but the mother may ignore the child. But can a true mother look the other way? Of course the prayer is granted.

Om namoh Chandikaoi - Salutations to the Mother Chandika

THE KALI TEMPLE AT DAKSHINESWAR

Shyamoli Das

Rani Rashmoni had set out on a journey by boat from Calcutta to Varanasi to make offerings to Viswanath and mother Annapurna. On her way, near Dakshineswar, Mother Kali appeared to her in a dream and said, "Build me a temple here and see to it that I am worshipped daily and offered food. If you do this you need not go to Varanasi." So the Rani returned from there. She bought land alongside the bank of the Ganga at Dakshineswar and built the temple with an image of the Goddess.

What an enchanting place the Kali temple at Dakshineswar is! The Ganga is flowing on the western side, there is open space all around.

The temple was to be ceremonially dedicated and the image installed with proper rituals. But there was a difficulty. The Rani wished that the Goddess should be worshipped with offerings of cooked food. The Pandits would not agree to this because the Rani was of a low caste. So she was most disheartened and unhappy.

At this time, Ramakumar, eldest brother of Ramakrishna, suggested the proper procedure. He informed the Rani in writing that according to the scriptures, if she dedicated the temple in the name of a Brahmin, it would be quite in order to offer cooked food to the Goddess. This was a great relief to the Rani. On May 31st, 1855, she dedicated the temple in the name of her family guru, but she and her son-in-law, Mathur Babu, retained the right to manage its affairs. Ramakumar performed the necessary rituals and became the first priest of the Kali Temple.

At Dakshineswar, besides the Kali Temple, there are the temple for Radha Govinda and twelve Shiva temples.

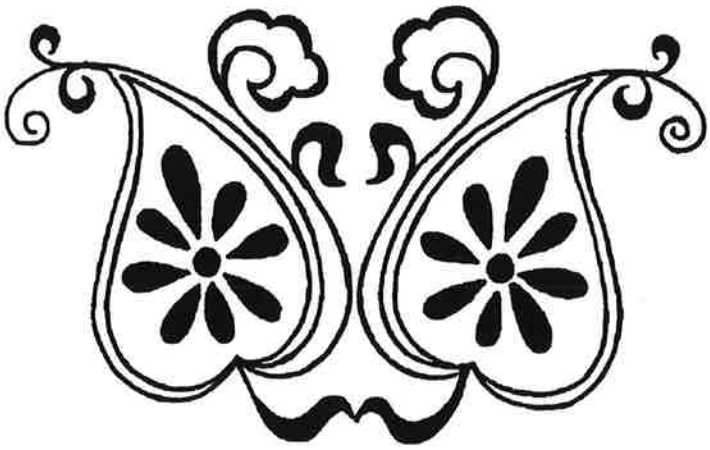

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম।

রণেন্দ্র নাথ দে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্মন্ধে পাঠক / পাঠিকাদের কাছে নতুন করে বলার মত কিছুই নেই। বাঙলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল, এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাধর কবি আপন প্রতিভায় বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন, উদ্ভাসিত হয়ে ছিলেন। কিন্তু আজকের এই প্রবন্ধে আমি জানাতে চাই যে, নজরুল এমন এক সময়ে বাঙলা কবিতা ও সঙ্গীতের জগতে বিচরণ করেছিলেন যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রবির কিরণের ছটায় সমস্ত কবিদের লেখা গান কবিতা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে কেউ মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারছিলেন না। কবিগুরুর সমসাময়িক হয়েও সম্পূর্ণ আপন মহিমায় আপন স্বকীয়তায় বাঙলা সাহিত্যের দরবারে নিজের আসন কায়েম করে নিলেন নিজস্ব সৃজনী প্রতিভায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপার চামচ মুখে নিয়ে এই পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। তিনি ধনী জমিদার বংশে সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশে মানুষ হয়ে ছিলেন। তাঁকে আর পাঁচজনের মতন অভাব অনটনের জ্বালার সন্মুখীন হতে হয়নি। তাই তিনি আপন মনে আপন খেয়ালে এই পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখে একটার পর একটা কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন, অজস্র কবিতা লিখেছেন, সঙ্গীত রচনা করেছেন আর পরশ পাথরের মতন যে বিষয়ে তিনি স্পর্শ করেছেন তার স্পর্শে উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ সবকিছুই বাঙলা সাহিত্যে অমর গাঁথা হয়ে গেছে। তাই তিনি গীতাঞ্জলি রচনা করে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু কবি নজরুলের সেই সৌভাগ্য হয়নি। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সম্পূর্ণদারিদ্র্য পরিবেশে। পেটের জ্বালা যে কি জ্বালা সেটা তিনি মর্মে মর্মেউপলব্ধি করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমাদের দেশে ধনী দরিদ্রের কি ভীষণ অসাম্য। ধনী ও দরিদ্রের এই আকাশ পাতাল ব্যবধান কবি চিত্তকে প্রচন্ড দোলা দিয়েছিল।তাই তাঁর সমস্ত কবিসত্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাই তার রচিত সমস্ত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে এক বিদ্রোহের সুর বেজেছিল। তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য হ'ল-

'প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তে তাদের সর্বনাশ'

তাই তিনি সর্বহারা কাব্যগ্রন্থে লিখলেন-

'বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ জ্বালা এই বুকে
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়েছি তাই যাহা আসে কই মুখে
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক" মাথায় বন্ধু, বড় দুখে
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে'।

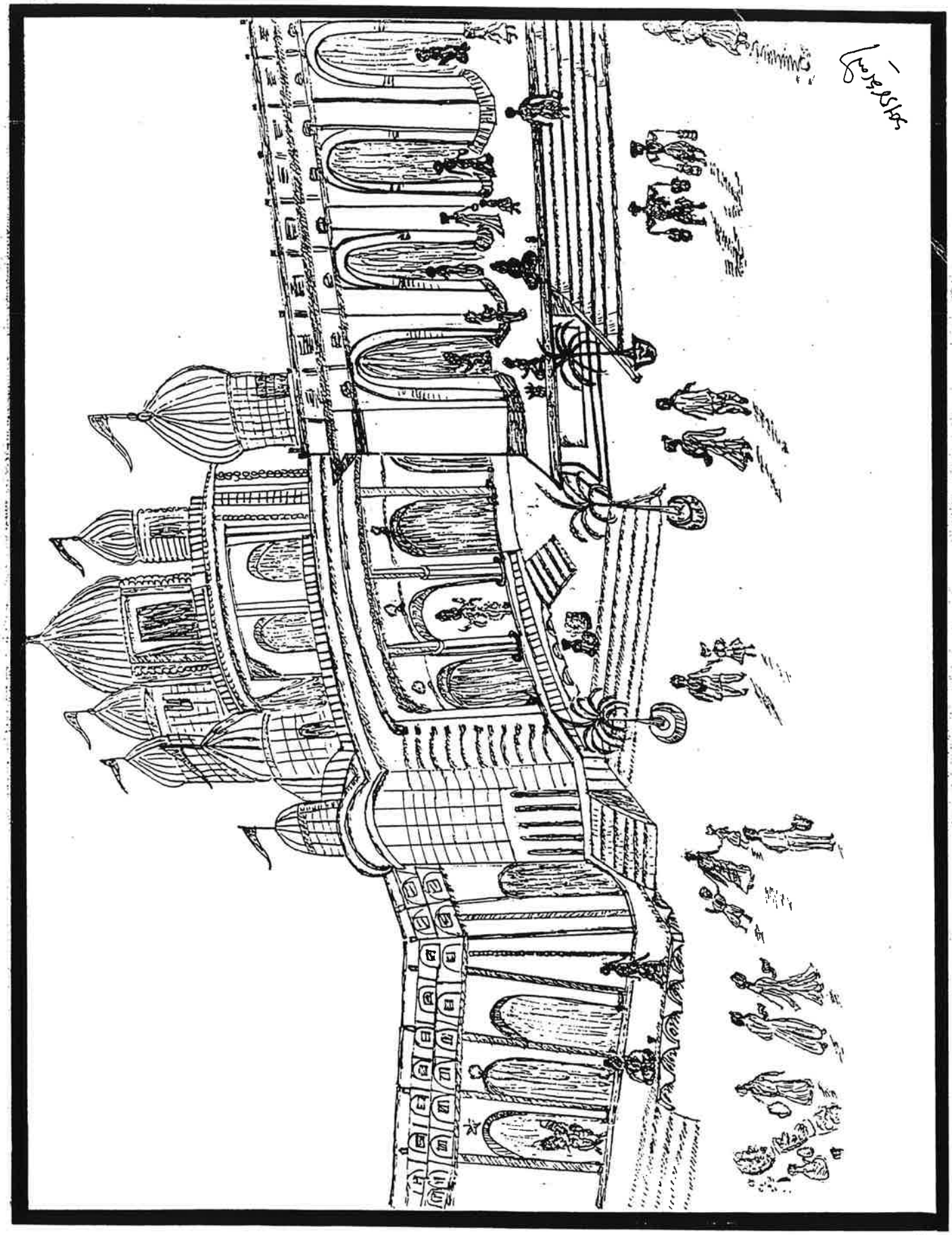

আবার সেই 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে এই দীন দুনিয়ার মালিক সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে 'ফরিয়াদ' কবিতার মাধ্যমে মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের নালিশ জানালেন , লিখলেন-

'রবি শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে
এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে
এই ধরণীর যাহা সম্বল বাসে ভরা ফুল , রসে ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি , সুধা সম জল পাখীর কন্ঠ গান
সকলের এতে সম অধিকার , এই তার ফরমান-
ভগবান ভগবান' ।।

ধনী দরিদ্রের সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই সংগ্রাম করেই তিনি শান্ত হলেন না , তিনি তদনীন্তন বৃটিশ শাসকেদের বিরুদ্ধে , তাদের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে অবিচল সংগ্রাম করে তাদের কোপানলে পড়লেন। তিনি রচনা করলেন সেই বিখ্যাত স্বদেশী গান -

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার -'
ডুবিতেছে তরী , ফুলিতেছে জল
দুলিতেছে মাঝি পথ হে-
কান্ডারী বল----
হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন
কান্ডারী বল ডুবিতেছে মোর সন্তান মোর মা'র ' ।

বৃটিশ শাসকবর্গরা আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষকে কব্জা করতে 'Divide & Rule' অনুসরণ করে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করল। শাসকবর্গের এই আচরণকে বিদ্রোহী কবি তীব্রভাষায় নিন্দাই করেই ক্ষান্ত হননি , তাঁর অজস্র কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজের সকল স্তরের মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি বৃটিশের একটা চাল , এক বিরাট ভন্ডামী , একটা ধাপ্পাবাজী। শুধু কবিতা ও গানের মাধ্যমেই জাতিভেদের এই জমিন আসমান ফারাকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি , তিনি নিজে হিন্দু মহিলা - প্রমীলা ইসমান কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে কথায় ও কাজে এক প্রমাণ করে দিলেন। বিদেশী শাসকবর্গদের কাছে অপ্রিয়ভাজন হয়ে তিনি স্বদেশর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভয়ে কারাবরণ করলেন। কিন্তু যার রক্তের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে তাঁকে কি শুধু জেলে বন্দী করেই শান্ত করা যায়। তিনি কারার মধ্যেই রচনা করলেন -

'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমা শিকল পূজার পাষাণ বেদী '

কবির এই গান এক সময় আপামর জনসাধারণ কে স্বাদেশীকতায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।কবি নজরুল ইসলাম সাম্যবাদের কবি। সমাজে যেখানেই অসাম্য সেখানেই তিনি রুখে দাঁড়িয়েছেন, গর্জে উঠে কলম চালিয়েছেন। তাই তিনি 'সাম্যবাদী' কবিতায় সমাজে নারী ও পুরুষের অসাম্যের বিরুদ্ধে কবিতা লিখলেন -

'সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ - রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর-,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'
'তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।'

আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হ'ল কবি নজরুল বিদ্রোহী কবি, যেখানেই তিনি অন্যায় অবিচার, ধর্মের নামে ভন্ডমী, ধনী - দরিদ্রের মধ্যে ফারাক ও সামাজিক অসাম্যতা দেখেছেন তখনই তার বিরুদ্ধে কবি নজরুল কলম চালিয়েছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতার মাধ্যমে সে কথা তিনি বার বার ঘোষণা করেছেন -

'মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারের খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমি রণিবে না
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।'

এতক্ষণ ধরে কবি নজরুলের চির বিদ্রোহী মনের পরিচয় দিলাম তাঁর বহু বিখ্যাত কবিতাগুলির উদ্বৃতি দিয়ে। কিন্তু তাঁর এই বিদ্রোহী মনের আড়ালে একটি কুসুম কোমল মন লুক্কায়িত ছিল।আর তাঁর সেই কুসুম কোমল হৃদয়ের মধ্য দিয়েই উৎসারিত হয়েছিল সেই অপূর্ব মনমাতানো সুমধুর সঙ্গীত -

'নয়ন ভরা জল কেন আঁচল ভরা ফুল
ফুল নেব না অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল।'

কিন্তু এসব কিছুর উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে কবি নজরুল ইসলামের রচিত শ্যামা সঙ্গীত। একজন সাচ্চা মুসলমান হয়েও তিনি হিন্দুদের পূজিত শক্তিস্বরূপা দেবী মা কালীর বন্দনা করে যে অপূর্ব সঙ্গীত রচনা করেছেন তা' এক কথায় অপূর্ব। নজরুলের রচিত শ্যামাসঙ্গীত হিন্দু মুসলমান সকল ধর্মাবলম্বীদের মন জয় করেছে,তাঁর লেখনীর গুণে,ভাষা ও ভাবের যাদুতে। তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতের একটি নমুনা আপনাদের কাছে পেশ করছি -

'বল রে জবা বল
কোন সাধনায় পেলি রে তুই মায়ের চরণ তল।'

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সমগ্র রচনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে একটা গোটা মহাভারত তৈরী হবে। তাই খুব সংক্ষেপেই বিদ্রোহী কবি নজরুলের রচনার বিভিন্ন অংশগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরলাম। কোথায়ও কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকলে পাঠকরা যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন।

বাসনাপূরন

রেখা মিত্র

চন্দ্রকান্ত বাড়ী আছো ?
কি ব্যাপার হরিপদ ? এতো সকালে আমাকে স্মরন করতে এসেছো ?
একটা বিশেষ অনুরোধ করতে এসেছি, একটু বিবেচনা করে পরে উত্তর দিও।
আহা ব্যাপারটা কি আগে তাই শুনি।
এ ঘটনা প্রায় একশো বছর আগেকার। কলকাতা তখন অনেক ছোট ছিলো, যে গ্রামের কথা বলছি তা এখন প্রায় শহরতলীর মধ্যে।
হরিপদ ও চন্দ্রকান্ত কলেজের বন্ধু। হরিপদ গ্রামের পোস্টমাস্টারের ছেলে আর চন্দ্রকান্ত কলকাতার এক ব্যবসায়ীর ছেলে।
চন্দ্র তুমি তো পড়াতে ভালোবাসো, যাকে পাও তাকেই পড়াও। ইংরেজীতে এম এ পাশ করেছো। আমাদের গ্রামের স্কুলের জন্যে হেডমাস্টার ও ইংরেজী পড়ানোর লোক চাই। আমাদের গ্রামটাও তোমার ভালো লেগেছিলো, যদি কাজটা নাও খুব ভালো হয়। ঐ স্কুলে আমি পড়েছি, জমিদারদের প্রতিষ্ঠা করা। ওঁরা খুব ভালো লোক, তোমার ভালো লাগবে।
আরে এ তো খুব ভালো প্রস্তাব, দেখি মা বাবাকে রাজী করাতে পারি কিনা। ওঁরা রাজী হলে তোমার সঙ্গে শনিবারে যাবো। সেইদিন তুমি এসো।

বন্ধুকে বিদায় দিয়ে চন্দ্র বাবাকে গিয়ে ধরলো। সব শুনে উনি বললেন,
বাড়ীতেই তো অবৈতনিক চালিয়ে যাচ্ছো, বাড়ী ছাড়ার দরকার কি ? একলা গ্রামে গিয়ে কি করে থাকবে ? তোমার মা কি রাজী হবেন ?
চন্দ্র - বাবা আপনাকে একটু সাহায্য করতে হবে। মাকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন। আপনি বললে মা রাজী হবেন।
দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর কর্ত্তা কথাটা পাড়লেন। শুনেই মায়ের কান্নাকাটি, ছোটোছেলে একলা গ্রামে গিয়ে কি করে থাকবে ? খাওয়া দাওয়া কে দেখবে ? শরীর খারাপ হয়ে যাবে । চাকরী করার কি দরকার ? ও কি খেতে পাচ্ছে না ? ইত্যাদি নানা অজুহাত। বাবা আর ছেলে মিলে অনেক বোঝানোর পর রাজী হলেন। তবে শরীর একটু খারাপ হলেই কাজ ছেড়ে দিতে হবে সেই সর্ত।

চন্দ্র মহাখুশী। শনিবার বন্ধুর সঙ্গে গোপালপুর গ্রামে পৌঁছলো। হরিপদ বাড়ী যাবার পথে জমিদার বাড়ীর কাছারীতে থেমে জানিয়ে গেলো যেন জমিদারবাবুকে জানানো হয় পরের দিন সকালে ওরা আসবে। ওর বন্ধু এসেছে, ঐ স্কুলের হেডমাস্টারের পদে মনোনয়নের জন্যে। হরিপদর তো সকলেই চেনালোক, এর ওর সঙ্গে দুএকটা কথা বলে ওরা বাইরে যাবার জন্যে গেটের দিকে এগোলো। গেটের বাইরে যাবে, সে সময় একজন কাজের লোক দৌড়ে এসে ওদের বললো যে জমিদারবাবু ডাকছেন। জমিদার রাজনারায়ন চৌধুরী বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। দূর থেকে হরিপদর সঙ্গে অন্য নতুনলোক দেখতে পেয়ে ডেকেছিলেন। ওরা কাছে এলে বললেন,
কি খবর হরিপদ, হেডমাস্টারের জন্যে যে বন্ধুর কথা বলেছিলে, তাকে নিয়ে এসেছো ?
তারপর চন্দ্রকান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন,
তোমার নাম কি বাবা, খুব চেনা চেনা লাগছে, কোথায় দেখেছি বলতো ?

হরিপদ - হ্যাঁ বাবুমশাই, এই আমার বন্ধু চন্দ্রকান্ত ঘোষ। ওকে আপনি আগে দেখেননি। অনেকদিন আগে একবার গরমের ছুটিতে এসেছিলো, তখন আপনারা ছিলেন না।
রাজনারায়ণ - চলো বৈঠকখানায় বসে আলাপ করা যাক। চন্দ্র, তোমার বাবা কি করেন ? বল, তোমার বংশ পরিচয় শুনি।
চন্দ্র - আমার বাবার নাম ভবতোষ ঘোষ। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার। বড়জ্যাঠার ছেলেমেয়ে নেই, মেজজ্যাঠার চারমেয়ে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। আমরা তিন ভাই চার বোন, আমি সবার ছোট। আমি ছাড়া সকলেই বিবাহিত। ঠাকুর্দা লোহার ব্যবসা শুরু করেছিলেন, এখন বাড়ীর সকলে তাতেই জড়িত। ঘোষ লেনে আমাদের বাড়ী। ব্যবসা ভালো লাগেনা, একে ওকে পড়িয়ে ও নিজে পড়াশুনো করে সময় কাটাই। হরির কাছে শুনে মনে হলো আপনারা উপযুক্ত মনে করলে এই কাজটা চেষ্টা করে দেখতে পারি। যদিও আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই।

রাজনারায়ণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছেন আর ভাবছেন এতো চেনা কেন লাগছে। তিনি বললেন,
ঠিক আছে বাবা তুমি কাজ শুরু করো। যিনি ছিলেন, তাঁর বয়স অনেক হয়েছে, তাছাড়া তিনি অসুস্থ। এখন এ মাস্টার ও মাস্টার দিয়ে কোনো রকমে কাজ চলছে। আর পূজোর ছুটি পড়তে তো মাত্র দশদিন আছে। কাল ছুটি, সোমবার থেকে লেগে পড়। থাকা খাওয়া আমাদের সঙ্গে হবে। বাইরের দিকে তোমার জন্যে আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা যাবে।
মাইনেও একটা ঠিক হলো।
চন্দ্র - ঠিক আছে, সোমবার একেবারে স্কুলে আসব। এ দুরাত আমার বন্ধুর সঙ্গে কাটাবার অনুমতি দিন।
রাজনারায়ণ - বেশ, তাই হবে। তোমায় এত চেনাচেনা কেন লাগছে বুঝতে পারছি না।

পরদিন রবিবার সারাদিন গ্রাম ঘুরে কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ হলো। নতুন হেডমাস্টার বলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে হরিপদ। গ্রামের লোক বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দুরত্ব রেখে কথাবার্তা বলছে। কাছাকাছি প্রায় আট দশটা গ্রাম থেকে ছাত্র ও মাস্টারমশাইরা আসেন। কথা হলো হরিপদ চন্দ্রর বাড়ীতে খবর দেবে যে দশদিন বাদে পূজোর ছুটি পড়লে চন্দ্র বাড়ী ফিরবে।

সোমবার জমিদারবাবু নিজে এসে ওর সঙ্গে সব মাস্টারমশাইদের আলাপ করিয়ে দিলেন। চন্দ্র আস্তে আস্তে কাজ বুঝে নিচ্ছে। মাস্টারমশাইদেরও ওকে বেশ ভালো লাগছে। ছাত্ররা অনেকেই বেশী বয়সের, তাদের বাবারা জোর করে পাঠায় তাই আসে, নিজেদের পড়ার ইচ্ছে একদমই নেই। কাছাকাছি মাস্টারমশাইদের বাড়ীও ঘোরা হচ্ছে। বাংলার মাস্টারমশাই জগদীশবাবু থাকেন একটু দূরে, উনি চন্দ্রকে সামনের রবিবার সকালে ওঁর বাড়ী যেতে বললেন। কথা হল সারাদিন কাটিয়ে, দুপুরে খেয়ে, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসবে।

দেখতে দেখতে একসপ্তাহ কেটে গেলো, রবিবার সকালের জলখাবারে দুধ, মুড়ি, কলা, বাতাসা খেয়ে রওনা হলো চন্দ্র। মোড়ের কাছে লোকদের জিজ্ঞাসা করে পৌঁছে গেলো সেই মাটির আটচালা বাড়ীর কাছে। দরজাটা ভেজানো, চন্দ্র শিকলটা নাড়তে দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালো বারোতেরো বছরের একটি মেয়ে। দুজনে দুজনের মুখের দিকে স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। একটু সামলিয়ে নিয়ে চন্দ্র বললো,
এটা কি জগদীশবাবুর বাড়ী ?

ইতিমধ্যে জগদীশবাবু বেরিয়ে এসে বললেন,
একি কলকাতা ? এখানে মাষ্টারমশাই বাড়ী আছেন নাকি বলে ঢুকে পড়তে হয়। রাস্তা চিনে আসতে অসুবিধে হয়নি তো বাবা। গিন্নী, গিন্নী, এই দেখো আমাদের নতুন হেডমাষ্টার।
একগলা ঘোমটা টেনে উনি সামনে দাঁড়ালেন। চন্দ্র প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতে উনি বললেন,
ওমা, এ যে দেখি একেবারে বাচ্চাছেলে। এই আমাদের মেয়ে 'তারা'।
বলে পাশে ঘুরে দেখেন মেয়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। তারপরে বললেন,
আর আমাদের দুই ছেলে। কলকাতায় একজন পড়ে আর একজন চাকরী করে। এসো এসো ঘরে এসে বসো।
চন্দ্র চারদিকে তাকিয়ে দেখে, মাঝখানে উঠোন পরিষ্কার করে নিকানো, তার চারদিকে উঁচু দাওয়া, তার কোলে ঘর। যেখানে বসেছে তার পাশের দিকে রান্নাঘর, সেখান থেকে গিন্নীমা গরম দুধ আর মোয়া নিয়ে ওকে খেতে দিলেন।
চন্দ্র - এইমাত্র খেয়ে এসেছি, এখন আর খেতে পারবো না মা।
গিন্নী - তা কি হয়, এতোটা হেঁটে এসেছো, ওটুকু খেয়ে নিতে পারবে।

উনি কথা বলতে বলতে চন্দ্রর মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। চন্দ্রর অসোয়াস্তি হওয়াতে আর কথা না বাড়িয়ে খেয়েই নিলো। মেয়েটিকে আর একবার দেখার জন্যে খুব ইচ্ছে করছে, কোথায় যে গেলো ? বসে গল্প করতে করতে গ্রামের ও স্কুলের অনেক কথা জানতে পারলো চন্দ্র। জানলো জমিদার রাজনারায়নবাবুর বাবা জীবিত, কলকাতায় থাকেন, প্রায় আশীর কাছে বয়স, তবে এখনও বেশ শক্তসমর্থ আছেন। চন্দ্রও ওর বাড়ীর কথাও বললো। ওর যে বিয়ে হয়নি, খোঁজখবর চলছে তাও ওঁরা জানতে পারলেন। দুপুরে রান্নাঘরের দাওয়ায় চন্দ্র জগদীশবাবুর সঙ্গে খেতে বসলো। বড় কাঁসার থালার চারদিকে বাটিতে বাটিতে নানা খাবার, শুক্তো থেকে পায়েস পর্যন্ত সব আছে। গিন্নীমা হাওয়া করতে করতে জোর করে এটা ওটা দিচ্ছেন, মেয়েটি রান্নাঘরের ভিতর থেকে এগিয়ে দিচ্ছে। কাপড়ের আঁচল বা একটু হাত দেখা যাচ্ছে কিন্তু মেয়েটির মুখ আর দেখা যাচ্ছে না।খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় গিন্নীমা বললেন,

বাবা, যাবার আগে তোমার বাবার নাম আর ঠিকানা দিয়ে যেও। তোমরা আমাদের পাল্টিঘর, তোমার বিয়েও হয়নি, আমাদের মেয়েকে যদি পছন্দ হয় তাহলে সামনের অঘ্রাণে তোমাদের বিয়ে হতে পারে।

জগদীশবাবু অবাক হয়ে গিন্নীর দিকে তাকালেন। চন্দ্র বুঝল, এ ব্যাপারে দুজনের আগে কোন কথা হয়নি।
জগদীশবাবু - তোমার কোন আপত্তি নেই তো বাবা ?
চন্দ্র তো তাই চায়, একবার দেখেই বুঝেছে এই তারাই তার বৌ।
চন্দ্র - মা বাবা যা ভালো বুঝবেন তাই হবে।

বড়ো হয়ে বিয়ের কথাবার্তা হলে, চন্দ্র একটা স্বপ্ন দেখতো। বারবার একই স্বপ্ন - মাথায় ঘোমটা একটি বৌ ওর দিকে তাকিয়ে আছে, একটু হেসে যখন সরে যায় খুলে পড়ে ঘোমটা, দেখা যায় মাথা ভর্তি মস্ত খোঁপা, তাতে পাঁচটা প্রজাপতি। আজ দেখতে পেয়েছে তার স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েকে।

চন্দ্রর বাবা প্রায় এক জায়গায় ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিলেন। তখন চন্দ্র বাধ্য হয়ে ওর স্বপ্নের কথা, ওর বন্ধুর মত যে মেজবৌঠান, তাকে বলে। মাবাবা খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন শুনে, পরে চেষ্টাও করেছিলেন কিন্তু সে মেয়ের সন্ধান মেলেনি। বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন,
যত সব ছেলেমানুষী, কেউ শুনেছে এমন কথা ? স্বপ্নে দেখা মেয়ের সন্ধান কখনও পাওয়া যায় ? ও আইবুড়ো কার্ত্তিক হয়েই থাকুক।

পূজোর ছুটি পড়েছে, চন্দ্র বাড়ী এসেছে, সকলেই খুব খুশী। মা দেখলেন শরীর খারাপ তো হয়ই নি বরং একটু ভালো দেখাচ্ছে। সকলের এক কথা, কেমন জায়গা, কেমন লাগছে, খাওয়া থাকার কি ব্যবস্থা, ইত্যাদি। চন্দ্র সব কথার উত্তর দিচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর সকলের কথাও জানা হয়ে গেলো। তারই মধ্যে মেজবৌঠানকে আড়ালে ডেকে 'তারার' কথাও বললো।

দুদিন পরেই জগদীশবাবু বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন। এরপর সব ঘটনাই পরপর ঘটে গেলো। বিয়ের সময় জমিদারবাবু ভীষন উৎসাহ নিয়ে বরপক্ষকে খুব সাহায্য করলেন। বাসরে ওরা বসে আছে, যতবার চন্দ্র চোখ তোলে, দেখে রাজনারায়নবাবু ওদের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন। চন্দ্র ভাবছে জমিদারবাবু ওকে খুব ভালোবাসেন, তাই বোধহয় ওদের বিয়েতে এত খুশী হয়েছেন।

আজ ৬ই অঘ্রান, বৌভাতের দিন। সকালে জমিদারবাবুর বাবা দেবপ্রসাদ চৌধুরী নিজে এসে একটি নীল জামদানি বেনারসী, এক জোড়া বালা, আর একটা অপূর্ব সুন্দর মীনের কাজ করা ময়ূরপঙ্খী সিঁদুর কৌটা দিয়ে ওদের আশীর্বাদ করে গেলেন। চোখে আনন্দের ধারা বইছে, বারবার ওদের সুস্থ, সুখী জীবনের কামনা জানালেন।

ফুলশয্যার রাতে চন্দ্র প্রথমেই প্রশ্ন করে,
তারা, প্রথম আমায় দেখে অত চমকিয়েছিলে কেন ?
অবাক করা উত্তর তারার,
বারবার স্বপ্নে দেখেছি আমার বর শুয়ে আছে তাকিয়া হেলান দিয়ে, আর আমি যেন কি দিচ্ছি। স্বপ্নে দেখা সেই বর তুমি। তাই প্রথম সশরীরে দেখে চমকে গিয়েছিলাম। তবুও একটা যেন কি ছিলোনা। শুভদৃষ্টির সময় দেখলাম - না তো, এ ঠিক সেই স্বপ্নেরই মানুষ।
চন্দ্র - ঠিকই দেখেছো, প্রথমদিন আমার গোঁফ ছিলো না, পূজোর ছুটিতে এসে রাখতে শুরু করেছি যাতে হেডমাস্টারের মত একটু ভারিক্কি লাগে।
দুজনেই দুজনের কথা শুনে অবাক। চন্দ্র একহাতে তারার মুখটা তুলে ধরে অন্যহাতে ঘোমটা খুলে দিলো। খোঁপার দিকে তাকিয়ে দেখে তাতে পাঁচটা সোনার ফুলকাঁটা। চন্দ্র তখন বুঝলো স্বপ্নে দেখা বৌয়ের মাথায় সোনার প্রজাপতিকাঁটা ছিলো।

কিছুদিন কেটে গেছে। জমিদারবাবুর বাড়ীর পাশের দিকে তিনটে ঘর, সেগুলো তিনি পুরোণো পালঙ্ক, বড় চৌকি, আলমারি সব পালিশ করিয়ে সাজিয়ে দিলেন। ওরা নতুন সংসার পাতলো। 'তারা' সুন্দর করে সংসার করছে। হঠাৎ একদিন আলমারির মধ্যে আলাদা চাবি দেওয়া অংশে গয়না তুলে রাখতে গিয়ে তারার হাতে একটা কি ঠেকলো। বের করে দেখে একটা ছোটো লাল কাপড়ে বাঁধা জিনিষ। জমিদারবাবুরা তখন কলকাতায় গেছেন, তাই তক্ষুনি ফেরৎ দিতে পারলো না। দুদিন পরে ওটা নিয়ে কলকাতায় এসে জমিদারবাবুর সংগে দেখা করার অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠালো। উত্তরে দেবপ্রসাদবাবু পরদিন দুপুরে ওদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন।

পরদিন যথাসময় ওদের দেওয়া শাড়ী, বালা পরে 'তারা' চন্দ্রর সংগে রওনা হলো। পৌঁছনোর পর প্রণাম ইত্যাদির পালা সারতে সময় গেলো। দেবপ্রসাদবাবু ও উঁর স্ত্রী, সেই সংগে উঁদের ছেলেমেয়ে, বৌ, জামাই, নাতি নাতনি নাতবৌ নাতজামাই সকলেই এসেছে বৌ দেখতে।

আঁচলের তলা থেকে তারা সেই প্যাকেট বার করে দেবপ্রসাদবাবুর হাতে দিতে গেলে উনি ওদেরই ওটা খুলতে বললেন। কাঁপা হাতে সেটা খুলতে বেরোলো মাথায় লাগানোর পাঁচটা সোনার প্রজাপতিকাঁটা, একটা হারের সংগে কৃষ্ণের ছবি দেওয়া লকেট আর একটা সবুজ বড়ো পান্না বসানো আংটি। হলুদ হয়ে যাওয়া তুলট কাগজ একটা পাওয়া গেলো তাতে কি যেন লেখাও রয়েছে । অনেক কষ্টে তার থেকে যা উদ্ধার করা গেলো তা হলো -

" আমার নাম ইন্দ্রনীল, বয়স বাইশ। পাঁচ বছর আগে, আট বছরের কনকলতাকে ঘরে এনেছি। আজ আমি অজানা এক দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুপথযাত্রী। বাসনাপূরনের জন্যে পরজন্মে যেন কনকলতাকেই পাই। আমার এ তীব্র বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে। তখন পারবো কি চিনে নিতে আমার কনকলতাকে ? এই সংগে রাখা রইলো আমার ব্যবহারের হার ও আংটি, আর কনকলতার মাথার ফুল। আমার ভাইপো দেবপ্রসাদকে বলে যাচ্ছি, যদি পরজন্মে ও আমাদের চিনতে পারে, তুলে দেবে আমাদের হাতে এইসব। যদি এগুলো দেখে আমাদের মনে পড়ে ফেলে যাওয়া এই জীবনের কথা।"

দেবপ্রসাদ - আমার দশ বছর বয়সে কাকা মারা যান, একমাসের মধ্যে কাকিমাও তেরোবছর বয়সে দেহ রাখেন। কাকা বারবার বলতেন ' আমি আবার আসবো, তুই ঠিকই আমাদের চিনতে পারবি।' বাড়ীর সকলেই জানতো সে কথা। সত্তর বছর ধরে কত খুঁজে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি যখন, তখন আমার বড় ছেলে রাজনারায়ণ তোমায় দেখার পর খবর দিলো ' বাবা পেয়েছি তোমার কাকাকে। ' তাই বৌভাতের দিন ছুটে গেছি তোমাদের দেখতে। যেখানে ছেদ পড়েছিলো তারপর থেকে তোমরা শুরু কর নতুন জীবন।

দেবপ্রসাদ এই বলে চন্দ্রকে পরিয়ে দিলেন ঐ হার ও আংটি। দেওয়ালে মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা একটা কিছু ঝুলছিলো, একটানে তিনি সেটা সরিয়ে দিয়ে বললেন - এই আমার সেই কাকা আর কাকিমার অয়েল পেন্টিং।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে চন্দ্র আর তারা দেখে এ যে তাদেরই ছবি আঁকা রয়েছে। তারা ফিস ফিস করে বললো - তুমি অসুস্থ ছিলে, তাই তোমাকে দেখেছি তাকিয়া হেলান দিয়ে আছো, আর গলায় তোমার ঐ হার ।

গল্প হলেও সত্যি

বিজন প্রসূন দাস

শিলং থেকে বিএস্‌সি পাশ করে গৌহাটি এলাম এম্‌এস্‌সি পড়ার জন্যে। ইউনিভার্সিটি, শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে জালুকবাড়ীতে। বেশ খোলামেলা জায়গা, গ্রামই বলা যায়। পাহাড় ঘিরে তৈরি ছাত্রবাসগুলো। সদ্য নতুন আসাম টাইপ বাংলো। সামনে ফাঁকা মাঠ, সম্ভবত বর্ষায় ধানচাষ হয়। মাঝে মাঝে দুচারটে গাছও আছে যেন মাঠের নির্জনতাকে সঙ্গ দেবার জন্যে।

আমরা কয়েকজন এই নতুন ছাত্রাবাসের বাসিন্দা। ঘরগুলো বেশ বড়ো, চারজন করে একঘরে থাকার ব্যবস্থা, চারটে জানলার কাছে চারজনের শোবার ও পড়ার জায়গা। আমাদের ঘরে আমি আর অজিত কেমিস্ট্রির, দুর্গেশ হিস্ট্রির আর আমাদের অনেক সিনিয়র মিঃ ভট্টাচার্য্য ম্যাথের ছাত্র। ম্যাথ্‌দাদার অনেক রকম শখ। শিকার, ফটোগ্রাফি ইত্যাদির ছবিতে ওনার ট্রাংক ভর্ত্তি। বাঘ শিকারের ছবিও ট্রাংকে অনেক আছে দেখেছি।

বিকেলের দিকে ফাঁকা হয়ে যেত জালুকবাড়ী। ছেলেরা তখন দল বেঁধে গৌহাটি বা পাণ্ডু যেত আড্‌ডা দিতে। বাস টার্মিনাসে যাবার জন্যে সবাই শর্টকাট করতো মাঠের মাঝখান দিয়ে।

একদিন গৌহাটি থেকে ফিরছি ঐ মাঠের মাঝখান দিয়ে। অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে, হঠাৎ ছাত্রাবাসের দিকে নজর পড়তে দেখি যে দুর্গেশ বারান্দা দিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে আর আমাদের পাশের ঘরের রঞ্জু ওর হাতে একটা কাগজ দিতে চাইছে। দুর্গেশ সে কাগজ কিছুতেই ছোঁবে না, নেওয়া তো দূরের কথা। স্বভাবতই কৌতূহল হল। ছুটে এলাম, দুর্গেশ দরজা বন্ধ করে ফেলায় রঞ্জুর ঘরে গেলাম।

রঞ্জু শিলংয়ের ছেলে। ইকনমিক্‌স্ নিয়ে পড়তে এসেছে। গুল মারতে ওস্তাদ। মাথার চুল খুব ছোট করে কাটা। দুর্গেশ ওকে একদিন অত ছোট করে চুল কাটার কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ও উত্তরে বলেছিল যে ও শিলংয়ের একটা স্পেশাল ক্লাবের মেম্বার। ওরা প্রতি শনিবার ও অমাবস্যার রাত্তিরে অশরীরি আত্মার সঙ্গে প্ল্যাঞ্চেটে যোগাযোগ করে। ক্লাবের নিয়ম অনুযায়ী মেম্বারদের ছোট করে চুল ছাঁটতে হয়।

দুর্গেশ ওর কথা বিশ্বাস করতে চায়নি। রঞ্জুর কাছে শুনলাম যে ও দুর্গেশকে আজ সন্ধ্যেবেলায় প্ল্যাঞ্চেটে অশরীরি আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে বলে ঠিক করেছিল। রঞ্জু আগেই ওর রুমমেট দত্তচৌধুরীর সঙ্গে যোগসাজস করে ব্যবস্থা করে রেখেছিল যে ওরা প্ল্যাঞ্চেটের জন্যে রঞ্জুর ঘরে ঢোকার কয়েক মিনিট পরে সে যেন মেন্ সুইচ্‌টা কিছু সময়ের জন্যে অফ্ করে দেয়। সন্ধ্যের সময় ওরা দুজনে একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে রঞ্জুর ঘরে ঢুকেছিল। রঞ্জু প্রথমে দুর্গেশকে জিজ্ঞেস করে যে ও কখনও কোন অপমৃত্যু দেখেছে কিনা। দেখে থাকলে সেই দেহের সৎকার ও তার আত্মার মুক্তিলাভ হয়নি বলে সেই আত্মাকে সহজে প্ল্যাঞ্চেটে আনা যাবে। তাই শুনে দুর্গেশ বলে যে ও শিলচরে একটা লোকের মৃতদেহ দেখেছিল। তাকে কেউ খুন করেছিল। পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি। ও যখন দেখেছিল তখন সেই দেহ পচতে সুরু করেছে।

তখন রন্জু দুর্গেশকে সেই মৃতদেহকে মনে করার নির্দেশ দেয়। ও আচ্ছা বলে চুপ করে থাকে। পরে দুর্গেশের কাছে শুনেছিলাম যে ও সেই সময় মনে মনে ঠাকুরের নাম করছিল। যাই হোক খানিকক্ষণ এইভাবে কাটার পর রন্জু দুর্গেশকে বলে ' আমি বুঝতে পারছি যে আত্মা আসতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। তুই কি ঠাকুরের নাম করছিস ' ? দুর্গেশ 'না' বললে রন্জু বলেছিল, ' তুই যদি ঠাকুরের নাম করিস তাহলে আত্মাকে কষ্ট দেওয়া হবে। আমাদের চারপাশে আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা যদি আসতে না পারে তখন কি হবে জানিনা '। দুর্গেশ ' আচ্ছা ' বলে চুপ করতেই ঘরের আলো গেল নিভে। আর যায় কোথায় ? দুর্গেশ এক ছুটে ওর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

মাঠের মাঝখান থেকে এই দৃশ্যই আমি দেখেছিলাম। রাত্তিরে খাবার ঘরে দেখলাম দুর্গেশ নেই। ও নাকি তাড়াতাড়ি খেয়ে ঘরে পড়তে চলে গেছে। রন্জু, অজিত, ম্যাথ্‌দাদা আর আমি এই ঘটনাটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করলাম। সবাই মিলে ঠিক করা হল যে দুর্গেশকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাতে হবে যে এখানে মৃত আত্মা ঘুরছে। ম্যাথ্‌দাদার বাড়ী ছিল শিলচরে শ্মশানের কাছাকাছি। শোনা গেল যে একবার ঐ শ্মশানে একটা অজানা মড়াকে ডোমরা ভালোভাবে না পুড়িয়ে মাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল। রাত্তিরে শেয়ালে ওটাকে টেনে ওদের বাড়ীর কাছাকাছি ফেলে। মিউনিসিপ্যালিটিতে অভিযোগ করার জন্যে ম্যাথ্‌দাদা ঐ মড়ার ছবি তুলে রেখেছিল। সেই ছবিটা ওর ট্রাংকে আছে আমি আগে দেখেছিলাম। ঠিক হল যে আমাকে ঐ মৃতদেহের আত্মা ভর করবে। আমি আগে আগে খাওয়া সেরে ঘরে চলে এলাম।

দুর্গেশ তখন মন দিয়ে পড়াশুনো করছে। ঐ ছবির কথা দুর্গেশ জানেনা। আমি ওকে বললাম যে একটু আগি আমি রন্জুর ঘরে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে মাথাটা একটু ধরেছে। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব, তোমার লাইটটা যদি কাইন্ডলি একটু তাড়াতাড়ি অফ্ করে দাও তো ভালো হয়। আমি মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে দুর্গেশ লাইট অফ্ করে বারান্দায় আড্ডা দিতে চলে গেল।

মিনিট দশেক পরে আমি মুখ দিয়ে নানা রকমের আওয়াজ সুরু করলাম। দুর্গেশ সেই শুনে দৌড়ে ঘরে এসে আলো জ্বেলে আমাকে দেখতে এল। আমি ধমক্ দিয়ে আলো নিভিয়ে দিতে বললাম। তারপরেই বললাম, ' তোমরা আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ কেন ? আমার এখানে আসতে কত কষ্ট হয়েছে তোমরা তা জানো না। আলোয় আমার আরো কষ্ট হচ্ছে। তাড়াতাড়ি আলো না নেভালে আমি সব কটার ঘাড় মটকে দেব '। তাই শুনে দুর্গেশ তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে রন্জু ও আর সবাইকে ডেকে এনে বলল, ' দেখ, বিজন কিরকম করছে '।

রন্জু ' আমি দেখছি ' বলে সবাইকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মশারির কাছে এসে দাঁড়াতে আমার খুব হাসি পেয়ে গেল। হাসি চাপা দিতে গিয়ে বাচ্চাদের মত ঠোঁট চেপে আওয়াজ করতে লাগলাম। রন্জু গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল ' তুমি কে ' ? তখন আমি বললাম, ' জানো না আমি কে ? তোমরা যদি আমাকে এরকম কষ্ট দাও তাহলে একটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আমার কত কষ্ট হয় এভাবে আসতে। আমি কে ? তার পরিচয় এই ঘরেই আছে। এঘরে আমার ছবি আছে '। রন্জু সবাইকে ছবি দেখার জন্যে ঘরে আসতে বলল। সবাই তাদের ট্রাংক সুটকেস ইত্যাদি খুঁজতে সুরু করলে ম্যাথ্‌দাদা একটু পরে তার ট্রাংক থেকে সেই ছবিটা বের করে সবাইকে দেখিয়ে বলল ' এর সৎকার হয় নি '। তাই শুনে সবাই ঘরের বাইরে পালিয়ে গেল।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে দিয়ে বলল, ' তোমরা শীগ্‌গীর আমাকে একটা কাগজ আর পেন্‌সিল এনে দাও। ' একজনের হাত থেকে সেগুলো নিয়ে মশারির কাছে এসে আবোল তাবোল বকে আমার হাতে কাগজটা গুঁজে দিল। তারপরে বাইরে গিয়ে সকলকে বলল, ' বিজন আর একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে '। তাই বলে ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্র দরজার বাইরে ভীড় করেছে। তাদেরও কৌতূহল এখানে কি হয়েছে জানার জন্যে।

মিনিট দশেক পরে আমি ঘুম ভাঙ্গার ভান করে ঘরের বাইরে গেলাম। সেখানে অত ভীড় দেখে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে দুর্গেশ সকলকে চুপ করতে বলল। সবাই ঘরে ঢুকে তারা ওখানে আড্‌ডা দিচ্ছিল আর কিছু হয়নি বলল। বেশ রাত হয়েছে তখন। সকলে যে যার বিছানায় শুতে গেল। কিছু পরে ম্যাথ্‌দাদা দুর্গেশকে বলল, ' ও মশায়, আমার মশারিতে টান দিচ্ছেন কেন ' ? দুর্গেশ কিছু করেনি বলায় ম্যাথ্‌দাদা উঠে আলো জ্বেলে মশারির চারদিক ঘুরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘটনাটা আরো জটিল করার জন্যে কিছুক্ষণ পরে অজিত তার দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে বলল, ' একি, একি হল ' ? সেই শুনে দুর্গেশ সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, ' আমি আর এ ঘরে শোব না '। বাগ্‌চী এসে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ' চল্‌, তুই আমার ঘরে চল্‌ '। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে দুর্গেশ ঠিক করল ও এঘরেই শোবে। আমরাও অনেক রাত হয়ে গেছে দেখে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ছাত্রাবাসে খবর রটে গেল যে বিজনকে গতরাতে ভূতে ভর করেছিল। তার কদিন পরে খবর পেলাম ঈশিতা মিশ্রের জ্বর হয়েছে। ও আমার শিলংয়ের সহপাঠী ছিল। ও থাকে পাশের হলে। বিকেলে ওকে দেখতে গেলাম। ও বলল, ' এমনিতে আমি ভীতু না, তবে কাল রাত্তিরে বারান্দা পেরিয়ে বাথরুমে যেতে কেমন জানি গাটা ছম্‌ছম্‌ করে উঠেছিল '। ঈশিতার ভয় পেয়ে জ্বর আসাতে আমার খুব খারাপ লাগল। আমাদের কুকীর্ত্তির ঘটনাটা ওকে সব খুলে বললাম।

বিকেলে দেখি দুর্গেশ পড়ার টেবিলে বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে আর রঞ্জু মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গাছের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ছে। রঞ্জুকে কি করছে জিজ্ঞেস করতে ও বলল ' কি আবার ? ভূত তাড়াচ্ছি '।

কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করলাম যে দুর্গেশ ঠিকমত ঘুমোচ্ছে না। চোখে ক্লান্তির চিহ্ন, র‍্যাশ বেরিয়েছে সারা মুখে। বাগ্‌চী আর আমি ঠিক করলাম ওকে সত্যি কথাটা বলি, তা না হলে কি হবে তা কে জানে ? আমি দুর্গেশকে ডেকে বললাম, ' সেদিন আমাকে ভূতে ধরেনি, আমরা তোমাকে ভয় দেখাবো বলে ঐ সব করেছি '। দুর্গেশ বলল, ' আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা তো অস্বীকার করতে পারি না। তোমার কি হয়েছিল তা তুমি নিজেই জানো না। ঘুম থেকে উঠেও তুমি নিজে কিছু বলতে পারোনি। আমরা জানি তোমার কি হয়েছিল '। তখনকার মত আর ঘাঁটাঘাটি করিনি।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলকাতায় এলাম বেড়াতে। ছুটির মধ্যেই আসামে দাঙ্গা লেগে গেল। আমার আর গৌহাটি ইউনিভার্সিটিতে ফেরা হল না। আমার বিশ্বাস দুর্গেশ হয়তো আজও জানে না যে জালুকবাড়ীতে আমাকে ভূতে ভর করেনি। ভর করেছে কলকাতায়, আর তাকে ঘাড় থেকে কি করে নামাবো - ভেবে তার কূলকিনারা পাচ্ছি না।

কলকাতার ডাক

প্রণবকুমার লাহিড়ী

কতদিন দেখিনি, তবুও সেই চিরদিনের
কলকাতা আজও রয়েছে স্মৃতিতে অম্লান।
মনের কোণে আজ এসেছে ডাক
সেই পিছু-ফেলে-আসা, চির-নবীনা
বহু সুখস্মৃতি ভরা পরিচিত কলকাতার।
সে ডাকে সাড়া দিতেই হবে।
তবু মনে জাগে সংশয়। খুঁজে কি পাবো
তাকে-যে রয়েছে আমার মর্মে মর্মে
আর স্বপ্ন জাগরণে। মনে আসে
রজনীগন্ধার গন্ধঢালা কত মধুসন্ধ্যা,
বাতাসে ভেসে আসা দূরালি
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর।
সেই লেকের ধারের ভিজে ঘাস,
বন্ধুদের হাসিমুখ,
ঝরে পড়া পাতার মতো
সব কি গেছে হারিয়ে ?
যৌবনের উচ্ছল তরঙ্গে তখন দেখেছি স্বপ্ন,
কত রঙে ভরা কত ফুল ফুটেছিল।
কত আশা ছিল। ছিল ভালবাসা।
আজও দেখি স্বপ্ন, শুধু বদলেছে তার রূপ।
মনে ভাবি সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির
কিছুটা কি এখনও আছে ?
খুঁজে কি পাবো সেই মনোহারিণী, স্বপ্নময়
ভালোবাসা ভরা আমার কলকাতাকে ?

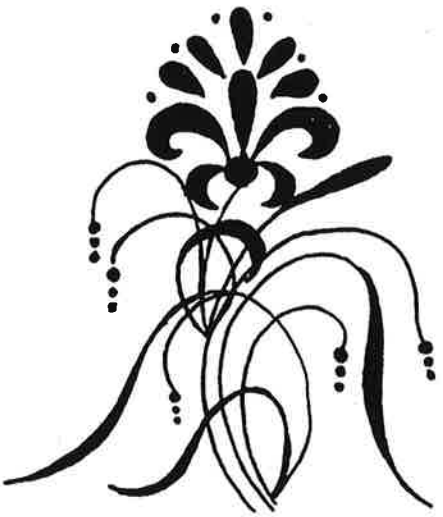

মুক্তোর ধারা

সুস্মিতা মহলানবীশ

তোমার দুচোখে দেখেছি আমি মুক্তোর ধারা
তোমার দেহটাকে কেটে দুটুকরো করলো যারা
সেই নরখাদক দস্যুর দল
পাষাণ হৃদয় নিয়ে উল্লাসে-
সৃষ্টিছাড়া মদমত্তে হল আত্মহারা
নিজ বাসস্থান তাদের পাপকার্য্যে ভরা
স্বর্গের দুয়ার ছেড়ে নরকে গিয়ে বলে
" ভোগী, পাপী নই মোরা "।

আমার ছড়া

সুস্মিতা মহলানবীশ

ছড়া আমি লিখব বলে
ছড়ার ছন্দ ভাবি -
যা কিছুই লিখব ভাবি
লিখে নিয়েছে অন্য কবি।
ছড়া আমি লিখব বলে
ছড়ার স্বপ্ন দেখি-
আমার আগেই সেই স্বপ্ন
দেখে নিয়েছে সে কি ?
তাই ভেবেছি ছড়ার সাথে
আঁকব নতুন ছবি
যে দিকেতে তাকিয়ে দেখি,
হয়ে গেছে সবই।
হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর।
এখন লিখব আমি আঁকব আমি কি ?
ইভ আদমের সাথে কেন
আমায় পাঠাও নি ?
সবার আগেই লিখতাম আমি
বিশ্বের সব কথা-
আমার বলে রইল না যে কিছু
সেই তো মাথা ব্যথা।

স্বপ্নভঙ্গ

কল্পনা দাস

ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই
চুড়িওয়ালির বেশে
কাঁচের চুড়ি হাতভরা তার
লাল-সবুজে মিশে।

ছোট ঝুড়ি মাটি বোঝাই
বেচবো ঘরে ঘরে
বাসনওয়ালি তা নইলে
রঙীন কাপড় পরে।

ইচ্ছে করে নেচে বেড়াই
ফুলমালিনী সেজে
আমার মালি ফুল তুলে দেয়
গাঁদার গুচ্ছ বেঁধে।

ডাল চাপাটি তৈরি করি
ঘোমটাতে মুখ ঢেকে
ভোজপুরি ঐ স্বামী আমার
গান জুড়েছে হেঁকে।

ইচ্ছে করে জাল ফেলিতে
জেলের সাথে সাথে
পাঁচসিকে সের রুই পুঁটি কই
বলি নোলক নাকে।

স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেল
হয়ে গেলাম ' মা '
এটাই নাকি সবার সেরা
বুঝতে পারি না।

ছবি

রত্না দাস

পাখী ওড়ে আকাশে, মিঠে সুর বাতাসে,
চারদিক ভরপুর, সোনা রঙ রোদ্দুর।

পাখী ওড়ে আকাশে ফুল ফোটে গাছে,
সবখানে সুন্দর খুঁজলেই আছে।

পাখী ওঠে আকাশে পাখী গায় গান,
সোনা রঙ রোদ্দুর মাঠভরা ধান।

এ কি কলকাতা

অনিন্দিতা দে

সারিসারি খুপরিতে কলকাতা ভর্ত্তি,
এগুলোতে মাথা আছে দুঃখ ও ফূর্ত্তি।

একঘরে ঘেঁসাঘেসি করে লোক বাস,
নেই আলো, পাখা, গদি, ফুলের সুবাস।

ভোর হতে হতে সব ঘর হয় ফাঁকা,
শুরু হয় বাজারেতে জোর হাঁকাডাকা।

পথ দিয়ে ছোটে ঐ গরীবের ছেলে,
সারাদিন কাজ করে যদি কিছু মেলে।

কাজ করে পায় সে পাঁচ দশ টাকা,
এইটুকু পেয়ে মনে কত ছবি আঁকা।

বঙ্গজননী

সুস্মিতা মহলানবীশ

মায়ের কথা বলব আমি যারা দেখনি
সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা স্নিগ্ধ মুখখানি।

বুকের পরে হাজার শিশু নিত্য খেলা করে
নৌকো করে এপার ওপার কতই না মাছ ধরে,
শ্যামল শ্যামল মাঠের পরে সোনাঝরা ধান
এদিক ওদিক শোনা যায় কিষাণ বৌয়ের গান,
মায়ের কথা বলব আমি যারা দেখনি
সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা স্নিগ্ধ মুখখানি।

মিষ্টি সুরের ঝঙ্কারেতে ভুবন মেতেছে
সবার মনে আনন্দেরই দোলা লেগেছে,
আমার কবি, তোমার কবি বিশ্বের কবি রবি
নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছেন
- মায়ের জন্যে সবই,
মায়ের কথা বলতে গেলে হবে না আর শেষ
আমার মনের মাধুরীতে আছে বাংলাদেশ।

মায়ের কথা বলব আমি যারা দেখনি
সবুজ ঘন আঁচল ঢাকা স্নিগ্ধ মুখখানি।

ডাক

সমর মিত্র

সংসারের মায়াভ্রমে
দিশাহারা এ অধমে
রজনীর শেষযামে
পাঠালে বারতা।

কেন তারে এ আদেশ
ভাগ্যে যার শুধু ক্লেশ
নেই যোগ্যতার লেশ
নেই অভিজ্ঞতা।

ভাবি এই অভাজন
কেন হল নির্বাচন
কি কারণে এ শমন
এই কঠোরতা।

দেখি মোরে হীনশক্তি,
জ্ঞানহীন, হীনভক্তি,
দিতে কি হল মা মতি
আত্মনির্ভরতা।

আমার সময়মত
তোমার অর্চনা ব্রত
আর যাহা এ পর্যন্ত
করিয়াছি মাতা।

বুঝিলাম সে সমস্ত
অপ্রতুল দেখি ব্যস্ত
তনয়ে করিতে ত্রস্ত
হয়েছ সম্ভূতা।

পেয়ে এই বরাভয়
জানিলাম সুনিশ্চয়
কেটে গেছে দুঃসময়
তুমি হৃদিস্থিতা।

মঙ্গলদীপ জ্বলে

শ্যামলী দাস

আজি মহালয়া মহালগনেতে
মঙ্গলদীপ জ্বলে
আসিবে জননী পূরিবে অবনী
আনন্দ কোলাহলে।

দনুজদলনী, সিংহবাহিনী
শিবের ঘরনী সতী
উমা হয়ে আসে আমাদের ঘরে
গিরিসুতা পার্বতী।

শরতের নীল আকাশ সিন্ধু
আলোতে ভরিয়া তুলিবে ইন্দু
মন্দ মন্দ বহিবে পবন
নদী গাহিবে কল্লোলে।

মজিবে ফুলেতে ধরনী আঁচল
ভরিবে ফলেতে অটবী সকল
শ্যামল ধান্য নাচিবে হাসিয়া
হেলেদুলে কুতুহলে।

আলোর খুশীতে শারদ আকাশ
আগমনী সুরে ভরেছে বাতাস
সবার বচনে প্রীতি সম্ভাষ
মাতৃ পূজার ব্রতী।

বহিবে ধরায় সুখের প্লাবন
হবে যে মায়ের পূজার বোধন
দেবী দুর্গার শুভ আগমন
নাশিবারে দুর্গতি।

মার আগমনী বানী আহ্বানে
জাগিবে পুলক প্রতি প্রাণে প্রাণে
দনুজদলনী ত্রিতাপহারিনী
অশিব নাশিবে বলে।

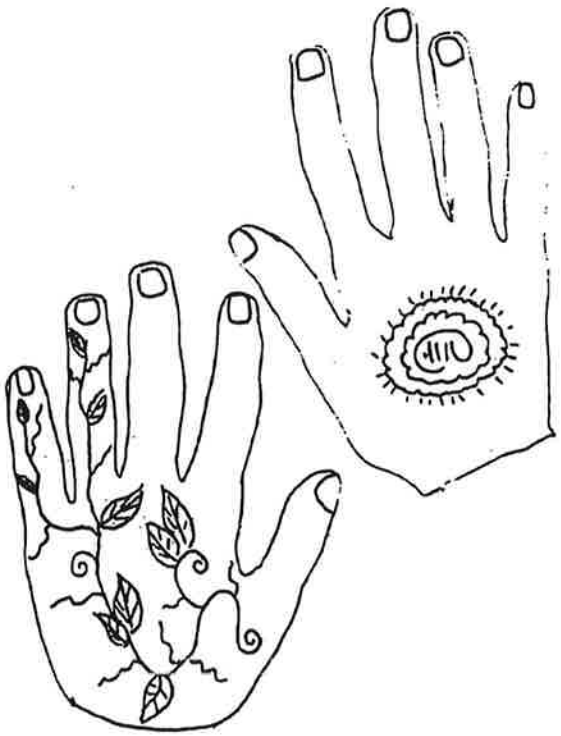

Hands with Mehndi by Marjorie Sen

ART AND PROPAGANDA
Soma Mukherjea

It is indeed difficult to describe art. One may pause to think as to where to start from! Does art mean only aesthetic values or a means of communication?

The purposes of Artistic Communication are many and widespread. In that case, we may wonder what was the purpose of "Mona Lisa," the magnificent portrait that conveys so little in mundane sense, but surely is eloquent when viewed artistically. There is in every work of art, a communication that the artist establishes with the world. My point is whether to call this form of artistic communication as "propaganda."

Not many are there who believe that art must have a purpose, there are those who believe in *Art for Art's sake*, but for *life's* sake there rests an enormous amount of artistic creation, amongst which we can always hope to remember the playwright G. B. Shaw.

To cite as an example, we can refer to Ananda Shankar's work, who was here in Atlanta lately. The excellence and perfection are in accordance to fame, but what rises above everything else is the *concept*– conceiving the theme of each item, as he named them. Little about modern existence escapes the artist's eye. In his, as a matter of fact *our* land, the struggle for existence, poverty, threat of foreign aggression combined with love, harmony, melody and the anticipation of a better future– everything was there to communicate. Artistic perfection and creativity combined with a thoughtful mind brings such mastery, as we behold in few but eminent artists of yesteryears.

The distinction between *good* art and *great* art can be very subtly drawn by citing a few examples. While a certain work of art gives pleasure and delight, not having anything to do with *real* life, it is only that pleasurable experience that counts. By this I certainly do not mean that it is immoral, but what is meant is that it is an end in itself. Whether it is Keat's poetry or a painting by da Vinci, we undergo a pleasurable experience while going through their work, but these works do not have anything to do with real life issues. They create a world of their own, imparting a few pleasurable moments, conveying a few sensuous subtle thoughts. This does not belittle their work in any way. Instead, the *excellence* and *artistic* concepts of their work are what makes them immortal works of creation.

Now to turn to, what we call *great* art, there must be an extended definition. Poetry, drama or any other form of art, that is perpetuated by the artistic grandeur, the real life portrayal of human subtleties, exhibiting the complex human situations that are so universal, and applicable to every age and every period, to such a work of art can we refer as *great* art.

A grand *epic* or a marvelous play by Shakespeare, that demonstrates the universal truths about human existence or human nature while at the same time giving immense pleasure to the reader, is a unique example of *great* art. Thereby I stand by the idea that *art*, which is not an end itself, but has something to reveal about the human existence, the bare truths, is not any kind of "artistic" propaganda, but *art* with a purpose.

Mimi Sarkar

MY BRUSH WITH WESTERN MUSIC: A FEW MONTHS WITH WASHINGTON D.C. METRO CHOIR

Sabyasachi Gupta (Columbia, Maryland)

Calcutta, 1957. That was the first time I got interested in western music. My elder sister (Bithi Sen) used to take Hawaiian guitar lessons from Kazi Aniruddha, a famous guitarist in Calcutta. "Cherry Pink Apple Blossom," "Sail Along The Silvery Moon," "La Paloma," "Blue Danube" are some of my earliest recollections of lilting tunes, which impressed me very much at that time. Soon I started to listen to vocal western music as well. Other than buying record albums, the only other source of keeping up with the then current trends was a one hour session of western music in Calcutta Radio Station Channel "C" in every Sunday compared by Barun Haldar, popularly known as B.K. Radio Ceylon and Voice Of America, however, also had western music programs. In the sixties, during my college life, my interest in western music grew and I made it a point to see a number of musical movies, such as "GI Blues," "Jail House Rock," "Gigi," "Can Can," "South Pacific," "Mary Poppins," "My Fair Lady," " Summer Holiday," "West Side Story," "Sound Of Music," just to name a few and started to hum a number of popular tunes. Soon, Pat Boone, Nat King Cole, Harry Bellafonte, Paul Anka, Andy Williams, Paul Robeson, Elvis Presley, Jim Reeves, Dean Martin, Frank Sinatra, Tom Jones, Cliff Richards, Engelbert Humperdink, Mahalia Jackson, Nancy Sinatra, Petula Clark, Ella Fitzgerald, Caterina Valente, Peggy Lee, Julie Andrews and of course the Beatles became my favorite artists. At that time, I was essentially attracted by rock or pop, folk, gospel, and spiritual music.

Since my arrival in USA in the early seventies to the present time, I kept on listening to a variety of western music, including rock or pop, country, blues, soul, gospel, spiritual, jazz, opera, etc. In addition, I enjoy listening to classical instrumental music. In the seventies through nineties, some of my favorite artists are the Carpenters, Olivia Newton John, Diana Ross, Barbara Streisand, Reba McIntyre, Whitney Houston, Elton John, Bob Dylan, Stevie Wonder, Michael Jackson, Ray Charles, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Yehudi Menuhin, Duke Ellington. While I listened to and hummed a number of popular tunes, I never had the slightest idea that someday I would be performing as a tenor in a Choir. In my present job (Washington D.C. Metro) when I heard that the Metro Choir was looking for some tenors, I signed up after an audition. It was Christmas time of 1994. We rehearsed for a while and sang in a chorus a number of Christmas carols, such as "Jingle Bells," "Silent Night," "Silver Bells," "The Twelve Days Of Christmas," "Joy To The World," etc. to the utter delight of a cheering appreciative audience. Mr. Kenneth Edmonson, a very talented local musician, is the director of the Choir. He is a firm believer in correct pronunciation, voice and modulation training and adequate rehearsals. The Choir was again asked to perform in connection with the programs for Martin Luther King's Birthday and Black History Month. With the active participation of all the chorus singers (Soprano, Tenor, Bass and Alto), the songs "Let there be peace on earth," "We shall overcome," "Medley," "Lift every voice and sing," "God bless the child," etc. were highly appreciated by big audiences.

As the only Asian American in the 18-member Choir, I am continuing to enjoy singing in the Choir. In the process, I not only made new friends but also did something to integrate with the mainstream, which made it all the more worthwhile!

A SUMMER AT HARVARD
Rajarshi Gupta (Columbia, Maryland)

I was privileged to attend Harvard University in the summer of 1994. The reason why I wanted to attend was very simple: I wanted to experience a little bit of college life. I even had to fill out actual applications, with the questions and essays and recommendations, to be admitted to the program. I understand that this program and actual college has many differences, but the program was able to open my eyes on several facets of college life, like the studying and the fun.

The specific course I spent my time on was a General Chemistry course for college credit. If I were to rate the class on a scale from 1 to 10, I would have to give it a 10. It was not only rigorous but it was incredibly time consuming. Between two to three days a week I would spend about five hours just in the Science Center, either in a laboratory or in a lecture, the other days I would spend two or three hours in the Center. We had to turn in two laboratory reports and take one test every single week. I was up late almost every night reading or doing homework. I learned some valuable study techniques like studying in groups to get more insight on problems I did not know about and to converse about the topics we worked on at the time. You could say I got a glimpse of what a very demanding college work felt like.

Not only did I work, but I also had some time for fun. I remember meeting new friends and going out somewhere in Cambridge with them. I liked the fact that we could keep ourselves occupied with different activities. When we wanted to play around, a few of us would go to the Athletic Center and try to play a little basketball. Also, other intramural sports were set up by the University which I unfortunately could not take part in due to tight work schedule. On occasions, my roommate and I would take the Metro to Boston to Fenway to see a few Boston Redsoxs games. If I did not participate in these activities, I would just hang out with friends at one of the restaurants in Harvard Square. Even though I could not do these things often because of my work schedule, I enjoyed knowing I could choose to do a number of activities at my whim, which was really fun.

The thing I relished the most was the fact that I was doing things on my own. I never really stayed away from home for such a long period of time, so the freedom that I had at Harvard felt great. I had more responsibilities, for myself and for the things that I did. I made my own plans to eat, I did my own laundry, I even had my own mailing address. It was difficult, but worth all the time I spent.

The work, the fun, and the freedom that I had, entwined into a balanced experience -- an experience that has left me with an impression of a demanding college environment. This experience will help me immensely as I join George Washington University this fall. Overall, the experience was really worth it!

Hope

AIDS, Cancer
One day there will be a complete cure.
Carjacking, murder
One day there will be no crime, I'm sure.
Rwanda, Bosnia
One day there will be no mass slaughter.
NATO, Russia
Cold peace will be warm friendship hereafter.
Filibuster, confrontation
One day there will be progress.
Pessimism, frustration
One day there will be success.

Sabyasachi Gupta

Re-Birth

I look for signs of summer dwindling,
Steeping slowly into fall,
Another kind of birth and rebirth,
New symbols, same sense.

Fall, of all most favored, air imbued
With a sense of magic --
Green leaves turn gold,
Age-old alchemist's dream realized.

What our eyes see changes,
What our soul knows does not.
All these changes, dreamlike,
Change not one wit of essence.

Look long and see the pattern,
Know the logic, and what you know
Cannot change the wonder,
The marvel in all things found.

Durga Puja

There is, in all of this, some absurdity
Some small boys in short pants,
Running about with dirty hands,
Shrieking, swooping like a flock of birds.

There is, in all of this, much joy,
Sing the same, half-remembered songs,
You follow, one phrase behind,
Tune stashed safely in your blood.

Once you came drawn to faces known,
Yearly conversations, familiar places,
Now you repeat sung phrases alone,
Hoping the flame illuminates as in years past.

Immigrant Song

Driving through Ohio cornfields,
I began to sense the loss;
On the road curving past old,
White frame houses, clustered,
Where people were born, grew up,
Grew old, died, as their fathers,
And as their sons. I began to feel
I am now as one with no place,
Count no town's sorrows as my own,
Am unmoved at the slow, sad
Decay and desecration of signs and symbols,
Places marked by one's own past,
Memories, follies and foibles,
Joys shared, spring and summer laughter,
Autumn evenings spent alone.

So I gather as I can,
Magpie memories, other's histories,
Flotsam woven together, telling stories,
Of faces and places, pictures all,
Not childhood sounds, noises heard.
Words fill the void: I am that
Which I can describe, ascribe,
As are those whose descriptions I borrow.
And cannot repay.

Yasho Lahiri
Mamaroneck, New York

A True Friend

A true friend is there when no one else is.
He always listens when nobody else will.
He is by your side through thick and thin
And assures that all will be well.

A true friend is sincere and always honest.
He criticizes you only to better you.
He shows his caring by offering sympathy
and comfort.
His hug or pat on the back
Affirms his compassion.

A true friend's ears are always open,
His mouth always volunteering advice.
His words give confidence,
And his arms offer support.
A true friend's smile gives happiness
and shows his understanding.

True friends are rare and hard to find.
Their value is priceless.
If you find a true friend or have one already,
Recognize him for all he is worth,
And do all that he does in return.

Nandini Banik
Charleston, South Carolina

Drawing by Atasi Das

Romance

Drip, drop, the rainfall
Sweeps my heart over the top
In this damp season of dance
Is there a chance for romance?

When music fills the air
It plays songs of tender care
The passion inside me
Comes alive with rushing tears.
As I dream of this day
It fills my heart with joy.

Occasion of renewed hope
Reunite with one's lost amour
Ties the heart of lovers gone
As strangers within the shadow.
With drizzling of the rain
Uncanny sound of Nature's pain
ENDS
As romance blooms in the air.

Reshma Gupta

Drawing by Atasi Das

The Mysterious River

This is a river that goes to the ocean
With so many words only belonging to it.
So much it knows, but this river won't say a word.
Why won't it say a word?

Someone is going to his friend's house
With thoughts of love and care
Someone is breaking the bonds of love
To wash away the falling tears
Waiting for someone, my friend
Can't find a corner to spare.
Love is a sinking tragedy listening to its whispers of fear.
So much it knows, but this river won't say a word.
Why won't it say a word?

Someone's luck is breaking like
The river breaks its lyrics
Full of life it has acquired but can't break its silence.
The wind blows its trumpets as it falls in love
With the breeze of fresh air
Takes its music further apart.
So much it knows, this river won't say a word.
Why won't it say a word?

Reshma Gupta

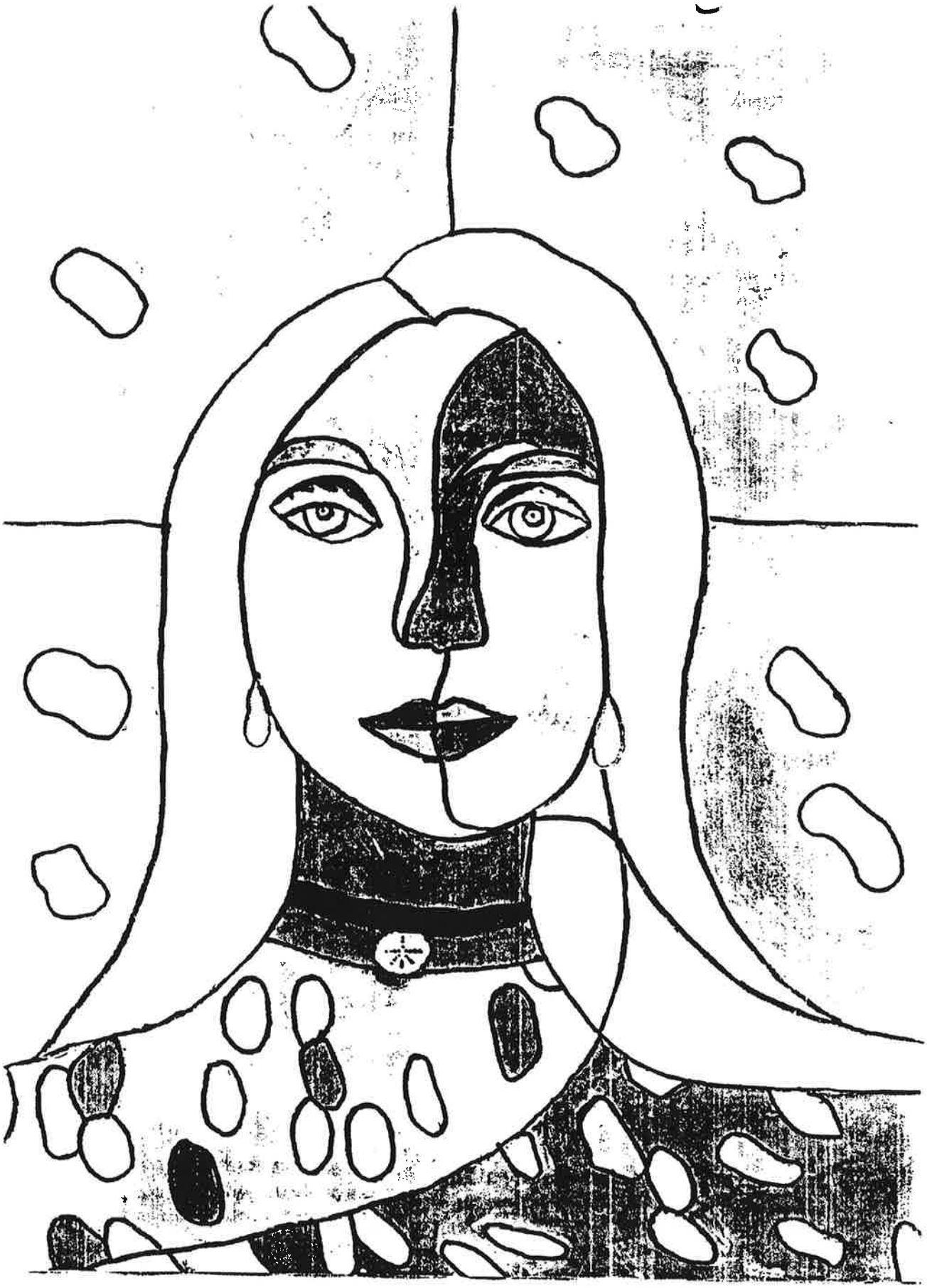

Front/Side Self-Portrait by Marjorie Sen

A Beautiful Day

What a beautiful day!
Sunny skies
With lots of butterflies
Trees here and trees there
And flowers everywhere.
Windy skies
Help to fly
With kites we love to play with
We sing at dawn
We sing at day
We sing all through the night
And when the sun goes down
And the moon comes up
We lay our heads to rest.
The next morning we wake up and we feel
The very best.

Priyanka Mahalanobis (Age 10)

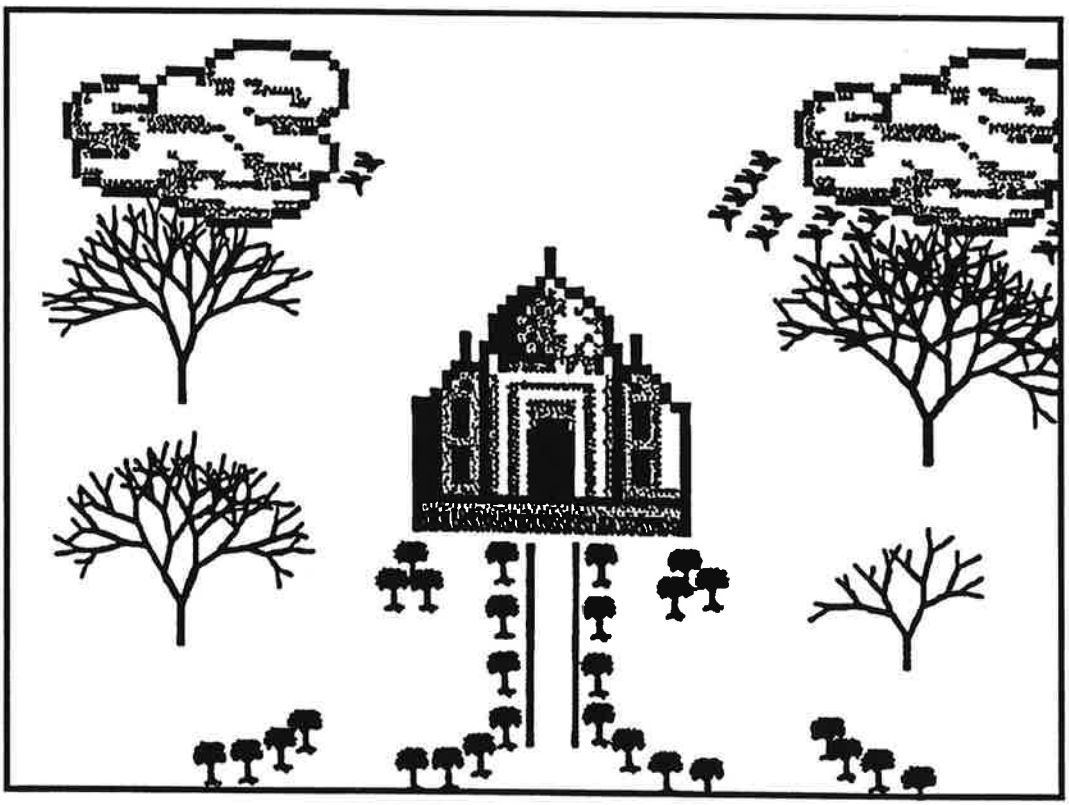

Computer Drawing by Sandi Mitra

SOCCER GAMES
Joe Bhaumik (Age 9)

Soccer is enjoyed by many people. Soccer is my favorite sport. I got one soccer trophy in soccer. I have played soccer for three seasons. Soccer is a very good sport. The object of the game is very simple, you must kick the ball into the opponent's goal. There are offenders and defenders. None of the players are allowed to touch the ball except for the goalkeeper. If a player kicks ball into the opponents' goal they score a point. If the ball goes out of the game the teams do a kickoff. If the game is tied all the way through they do a shoot-out. Soccer is an outdoor and indoor sport. Soccer originated from football and rugby. Brazil's team has won the most world cups in the world. If the player does a foul or stray kick he will get a red or a yellow card. There are three positions in soccer; they are center fielders, halfback, and fullback. I like center field. There are different sizes of soccer balls. The one I use is size 4. Size zero is never used. Chin guards are needed to protect the chin. There is a referee to call foul or stray kicks. The ball was once just a solid stone. Now we have better balls that are made of hard rubber. The uniforms were one or two colors back then, but they are brightly colored uniforms now. Soccer had very little rules back then. Pele was one of the best soccer players, but is retired now. There are two soccer formations; one is the WM and the other is the 442. Soccer is a fun game.

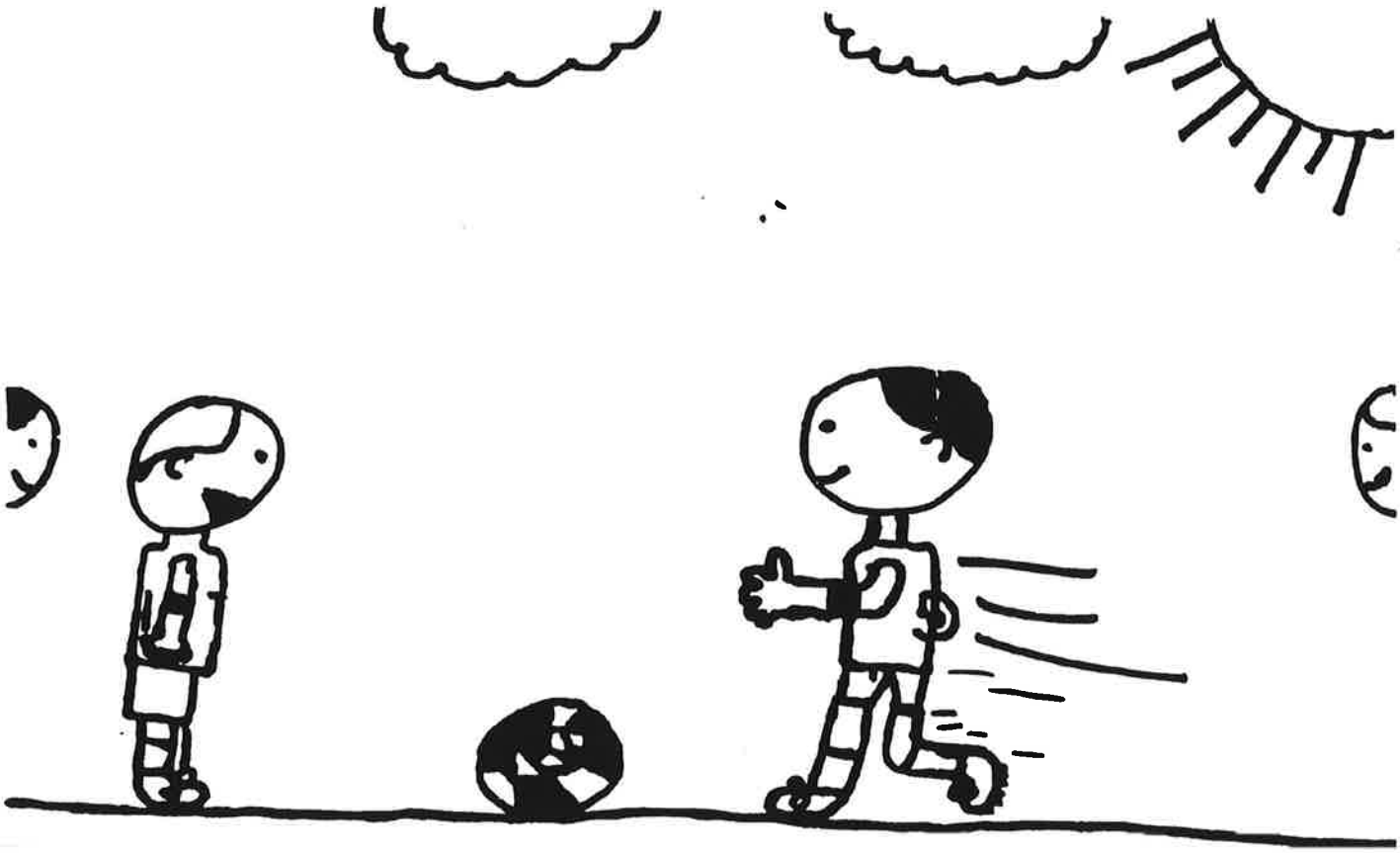

Drawing by Joe Bhaumik

Summer Days

Summer days shouldn't be long
I don't think I'm one bit wrong
School days are more exciting.
That's that.
With my friends I get to chat.
In summer there's barely time to see
my friends.
What shall I do until the day ends?
Maybe draw or do some chores
But still summer days are quite a
bore.
I could practice my music and dance
Or go outside and see the deer
prance
Or enjoy the beautiful flowers and
trees
And even enjoy the noon's lovely
breeze.
Even if summer days are nice
And in school days there's not much
good weather,
I don't have to think twice.
I still love school days a whole lot
better.

Mohua Basu (Pia)
Age 9

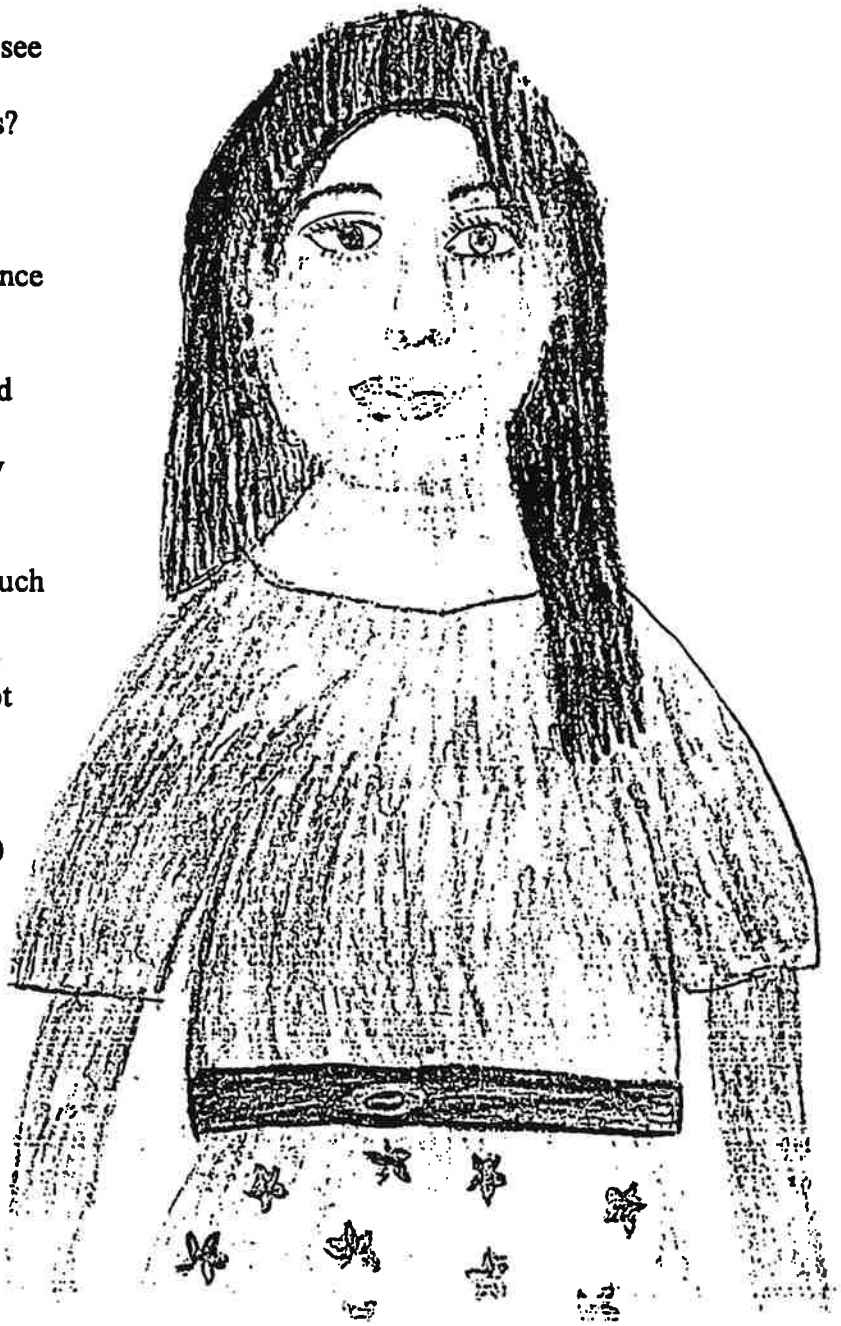

Self-Portrait by Mohua Basu

OEDIPUS AND THE SPHINX

Rahul Basu (Age 8)

The Sphinx was a horrible monster, half woman, half lion with the wings of an eagle. It sat on a high cliff and asked a riddle to everyone that passed its way. Whoever could not answer the riddle would be killed by the Sphinx. The riddle was - "What animal crawls on four legs in the morning, two in the noon, and three in the evening?" No one had answered the riddle correctly until Oedipus answered, "Man - for he crawls on four when an infant, two when an adult, and on three with a cane to aid him in his old age." When the question was answered correctly, the Sphinx hurled itself off the cliff and died.

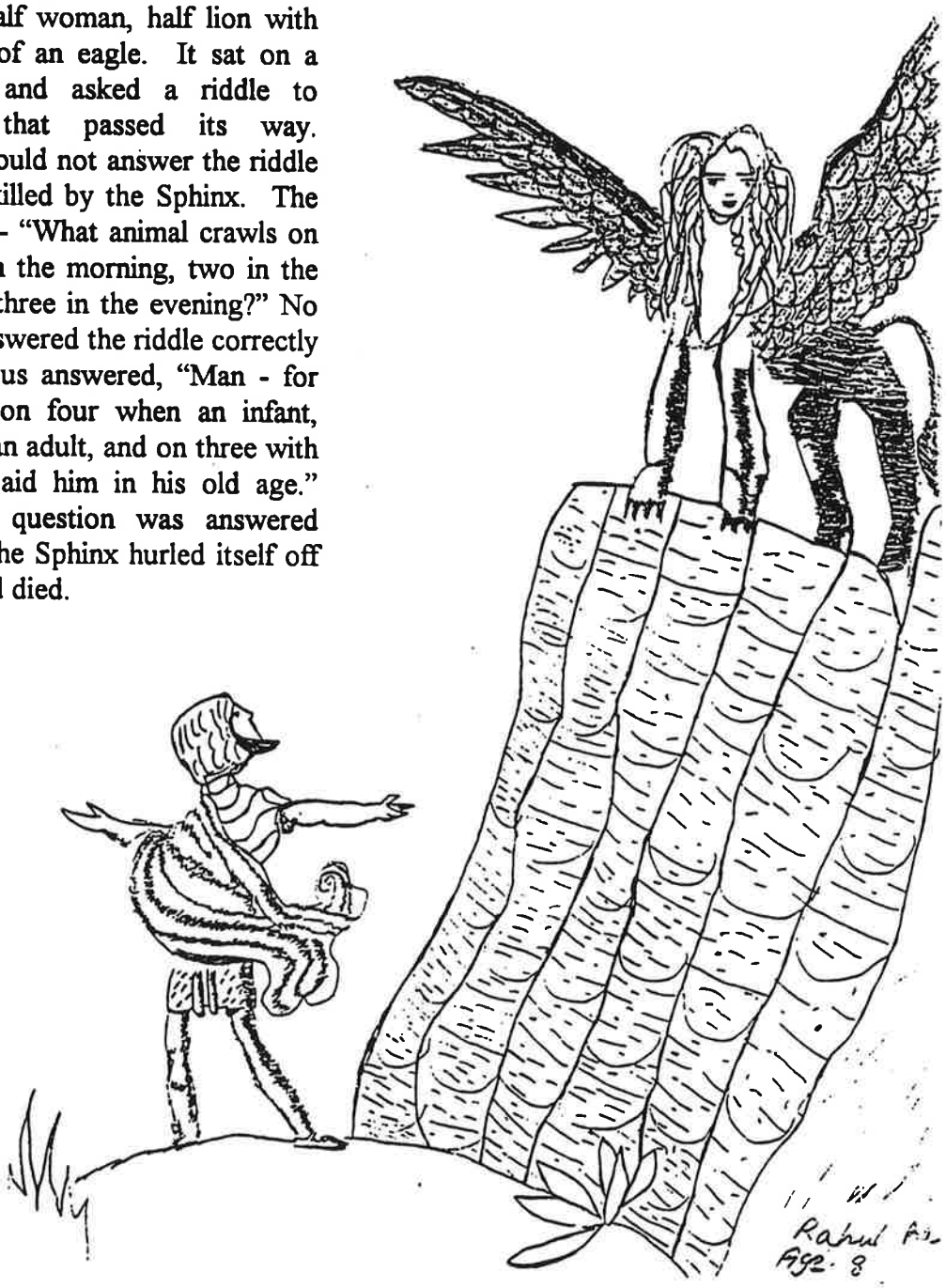

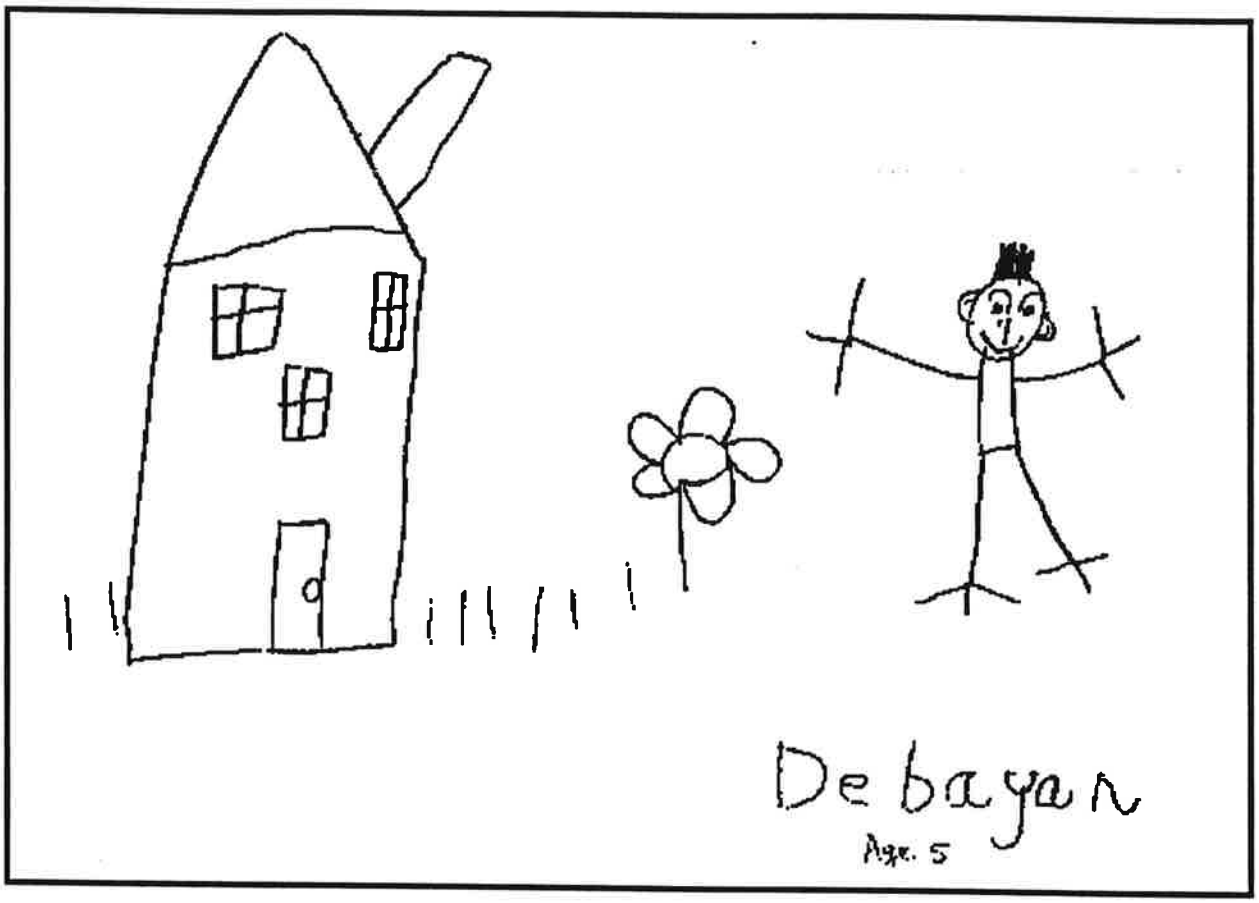

Drawing by Debayan Bhaumik (Age 5)

CHATPATTI

VEGETARIAN RESTAURANT

1594-F WOODCLIFF DR.
ATLANTA, GA 30329
(404) 633 - 5595

Mouthwatering Indian sweets
such as: Jalebi, Gulabjamboo, Besan Halwa.
Tasty Hot and Spicy vegetarian dishes such as: Samosa, Bhel, Bhelpoori, Dahipoori, Khaman, Sev, Fafda, Idli-Sambhar, Masaladhosa and more ...
Fresh & Hot Every Day
Come & visit us.
We specialize in "Gujarati Thali" and Catering for all occasions, Wedding, Birthday, Baby Shower, Diwali, or other Parties.

Vitha Jewelers, Inc.

A Trusted Name in Jewelry for Over 18 Years

LONDON ● NEW YORK ● ATLANTA ● CHICAGO

A large collection of 22 KT Gold Jewelry in Indian Artistic Designs

* RINGS * CHAINS * PENDANTS * NECKLACES *
* MANGALSUTRA * WEDDING BANDS *
* BABY RINGS AND BRACELETS *
* 4 PIECE SETS *

24 KT Gold Bars, Coins, Bangles and Chains

Fine quality CZ Jewelry in 22 KT and Much, Much More

MAIL ORDERS ACCEPTED ● REPAIRS DONE ON PREMISES

SHOWROOMS

NEW YORK

Rajsun Plaza, 37-11 74th St., Suite 2
Jackson Hts, NY 11372
(718) 672-GOLD
(718) 672-8146

ATLANTA

1594 Woodcliff Dr., Suite B
Atlanta, GA 30329
(404) 320-0112
(404) 320-0267

CHICAGO

2651 West Devon Ave.
Chicago, IL 60659
(312) 764-4735
(312) 764-4701

FRESH GOAT * LAMB * BEEF * CHICKEN

GEORGIA HALAL MEAT

1594 Woodcliff Drive - Suite C
Atlanta, GA 30329

ABBAS MOMIN

(404)315-7224

Entertainment Program – September 30, 1995
3.30 p.m.

1.	'Jago Durga'	Dance by Soma Datta accompanied by Saibal Sengupta (Vocal)
2.	Recitation	Rajiv Bhattacharyya
3.	'Surer Saathi'	Dance by Reshma Gupta, Atasi Das, Priyanka Mahalanobis, Mohua Basu
4.	Vocal	Soma Mukherjea, Prince Chowdhuri on Tabla
5.	'Harvest Song'	Kathak Dance by Zinnia Siddiqui
6.	Vocal	Madhumita Chatterji, Samir Chatterji on keyboard

SHORT INTERMISSION

7.	'Justice Plays Tinseltown: A Study in Slow Motions'	
	Participants:	Mohua Basu, Priyanka Mahalanobis, Rupak Das, Reema Saha, Dipanwita Sengupta, Sharmishtha Das, Rahul Basu
8.	Vocal	Indrani Ganguli, Asok Basu on Tabla
9.	'Nataraj Anjali'	Semiclassical Dance by Ruchi Gupta, Divya Gupta, Deepti Soni and Meetal Jani
10.	'Basu Paribar'	Rupa Basu, Bappa Basu, Ronnie Basu, Mamata Basu and Asok Basu

INTERMISSION

Play 'Bibaha Bivrat'

Participants: (in order of appearance)

Minu	Shyamoli Das
astrologer	Pranab Lahiri
Khantomoni	Kalpana Das
Pashupati	Samar Mitra
priest	Bijan Prasun Das
Ratan	Amitava Sen
Patal	Soumya Kanti Das
Mrinal	Somnath Mishra
Basanta	Saugata Mukherjea
Anil	Asok Basu
Hiten	Debankur Das
Jiten	Sanjib Datta
constable	Jayanta Mahalanobis
Tarun	Sushanta Saha
Lighting and Sound:	P.K. Das
Direction:	Jayanti Lahiri

'Bibaha Bivrat' – A Synopsis

An abridged version of the comedy 'Bibaha Bivrat' by playwright Shailendra Guho Niyogi will be presented. The drama centers around the travails of a middle class Bengali family who are trying very hard to get their twenty-something daughter married off.

Pashupati, a widower, along with his sister Khantomoni, is very anxious to find a suitable match for his daughter Minu. They arrange for a 'professional' palmreader who turns out to be a genuine fraud. Disappointed, they turn to the local priest for help who offers to perform a very costly 'yajna' to remedy the situation. At this point, Anil, Pasupati's brother-in-law provides a lead for a prospective groom. A meeting between the prospective groom, Hiten, an 'angry young' police officer, and Minu's family is then quickly arranged. Despite being somewhat intrigued by Hiten's comic mannerisms and utterances, Pashupati decides to choose Hiten as his son-in-law. However, on the day of the wedding, Hiten's younger brother Jiten informs Pashupati that Hiten would not be able to show up for the ceremony owing to an unexpected emergency at work. This creates quite a stir and Jiten's request for postponement of the ceremony is denied. Instead, in a comic twist, Pashupati's family decides to get Minu, who is more than eager to tie the knot, married to hapless Jiten. The drama is enriched by the antics of the nosy Ratan, Pashupati's longtime domestic help, and that of Pashupati's son Patal, who along with his friends Basanta, Tarun and Mrinal, never shies away from 'public work.' There is also the entertaining constable who works at Hiten's home and gladly narrates to his boss his 'tale of two wives.' In summary, the play is a thoroughly comical portrayal of the marriage blues affecting Pashupati's family.

(Synopsis written by Somnath Mishra)

Special Thanks to

Achira Bhattacharya
Amitava Sen
Anjali Dutta
Arati Mishra
Asok Basu
Bijan Prasun Das
Chaitali Basu
Debankur Das
Dipa Sen Gupta
Indrani Biswas
Ira Mukherjee
Jayanti Lahiri
Kalpana Das
Kalpana Ghosh
Krishna Sen Gupta
Mamata Basu
Mamata Ghorai
Maya Mukherji
Meera De
Mimi Sarkar
Molly De
Parna Bhattacharyya
Pran Paul
Pranab Lahiri
Priya Kumar Das
Reema Saha
Rekha Mitra
Rupak Das
Saibal Sen Gupta
Samar Mitra
Sanjib Datta
Shanta Gupta
Sharmistha Das
Shyamoli Das
Sibani Chakravorty
Soma Datta
Soma Mukherjea
Somnath Mishra
Sougata Mukherjea
Sujata Mitra
Sushanta Saha
Susmita Mahalanobis
Sutapa Das
Suzanne Sen
Swapan Bhattacharya
Sweta Bhaumik

PUJARI
Atlanta, Georgia
STATEMENT OF ACCOUNTS

1994 DURGA PUJA AND LAKSHMI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1994 Saraswati Puja	$ 2088.79	ICRC Hall Rental & Security Guard	$ 585.00
Donations	$ 3959.00	Saris for Pratimas	$ 40.00
Advertisement	$ 100.00	U-Haul Rental	$ 165.00
		Tent Rental	$ 183.75
		Decoration/Program	$ 507.28
		Prasad and Food	$ 1945.79
TOTAL RECEIPTS	$ 6147.79	Miscellaneous	$ 185.00
LESS EXPENSES	($3611.82)	TOTAL EXPENSES	$ 3611.82
BALANCE	$ 2535.97		

1995 SARASWATI PUJA

RECEIPTS		EXPENSES	
Balance from 1994 Durga Puja	$ 2535.97	ICRC Hall Rental & Annual Donation	$ 445.00
Donations	$ 913.00	Tent Rental	$ 173.25
		Decoration	$ 111.36
		Prasad and Food	$ 345.10
TOTAL RECEIPTS	$ 3446.97	Miscellaneous	$ 35.00
LESS EXPENSES	($1109.71)	TOTAL EXPENSES	$ 1109.71
BALANCE	$ 2339.26		

Pujari, Atlanta : Directory 1995

AKMAL, NILA & MUSHARATUL HUQ
4300 Steeple Chase Drive
Powder Spring, Ga 30073
(404) 439-7308

BAGCHI, DR. SATIKANTA
1132 Redan Trail
Stone Mountain, GA 30088
(404) 413-5821

BANDYOPADHYAY, NARAYAN & ANIMA
1849 Hidden Hills Drive
N. Augusta, SC 29841
(803) 278-2707

BANDYOPADHYAY, RANJIT & CHHANDA
3629 Pebble Beach Drive
Martinez, GA 30907
(706) 868-7627

BANDYOPADHYAY, SWAPAN & SUCHIRA
461 Creek Ridge
Martinez, GA 30907
(404) 868-8300

BANERJEE, JHARNA
3665 Bay Point Court
Martinez, GA 30907

BANERJEE, MANJUSHRI & ANIRUDDHA
2201 Royal Crest Circle
Birmingham, AL 35216

BANERJEE, MR. & MRS. SUBIR
4533 Sherry Lane
Hixson, Tn 37343
(615) 870-2373

BANERJEE, SOUVIK
1907 South Milledge Ave. #F12
Athens, GA 30605

BANERJEE, SUKUMAR & NIBEDITA
723 Jones Creek
Evans, GA 30809
(706) 855-7268

BANERJI, SHIBESH K.
Country Club, 3260 F Medlock Bridge
Norcross, GA 30092

BANIK, DR. & MRS. NAREN N.
2337 Stevenson Drive
Charleston, Sc 29414
(803) 571-6010

BASU, MADHUMITA & ASIS
1620 Rosewood Drive
Griffin, GA 30223

BASU, MAMATA & ASOK KUMAR
494 Rue Montaigne
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 292-8323, (404) 939-3612

BASU, ROBI & CHOITALI
208 Hill Top Drive
Peachtree City, Ga 30269
(404) 487-4922

BASU, RUPA & RONNIE
1412 Basswood Circle
Bloomington, IN 47403-2815
(812) 330-9284, (812) 335-4381

BHARGAVE, JAGAN
8232 Carlton Road
Riverdale, Ga 30296
(404) 471-4418

BHARGAVE, PRAMODINI
643 Wellington Way
Jonesboro, GA 30236

BHATTACHARYA, NILABHRA
Campus Quarters #80, 660 E. Campus
Athens, GA 30605

BHATTACHARYA, PURABI & ARUN
1014 Eagle Crest
Macon, GA 31211

BHATTACHARYYA, MR. & MRS. NRIPENDRA
122 ASHLEY CIRCLE # 3
ATHENS, GA 30605
(404) 543-8333

BHATTACHARYYA, MUNNA & SWAPAN
6480 Calamar Drive
Cummings, GA 30130

BHATTACHARYYA, PARNA & JNANABRATA
150 E Rutherford Street
Athens, GA 30605
(706) 613-0987

BHATTACHARYYA, RASH & SUJATA
260 Danview Road
Jacksonville, Al 36265
(205) 435-8846

BHATTACHARYYA, SUDHAMOY
4616 Mulberry Creek Drive
Evans, Ga 30809
(706) 855-8515

BHAUMIK, DHARMAJYOTI
185 Pine Club Lane
Alpharetta, GA 30202

BHAUMIK, MAHASWETA
4351 Revere Circle
Marietta, GA 30062

BHAUMIK, SUMITA & GOKUL
3658-F West Chase Village Lane
Norcross, GA 30092
(404) 734-0561

BHOWMICK, NEIL
143-B Sandburg Street
Athens, GA 30605

BISWAS, INDRANI & TARUN KUMAR
200 Old Boiling Spring Rd. #29
Greer, SC 29650

BISWAS, SHEILA & DEBDAS
126 Balsam Lane
Aiken, SC 29803

BISWAS, SUMITA
1850 Graves Road, Apt 1019
Norcross, GA 30093

BOSE, NANDITA & ANIL K.
315 Kingsway
Clemson, SC 29631
(803) 654-4898

BOSE, SANTANU
1984 Kimberly Village Ln. APT - E
Marietta, GA 30067

CHACRABORTY, BENU GOPAL & SHIBANI
1600 Louise Drive
Jacksonville, AL 36265
(205) 435-3629

CHAKRABARTI, BIKAS
1102 Chesterfield Road
Huntsville, AL 35803

CHAKRABORTY, SIVANI, CHITRA & RANES
5049 Cherokee Hills Drive
Salem, Va 24153
(703) 380 2362

CHAKRAVARTI, BULBUL & DEB NARAYAN
1360 Star Cross Drive
Vestavia Hills, AL 25801

CHAKRAVORTY, SATYA
3000 Esquire Circle
Kennesaw, GA 30144

CHAKRAVORTY, SRIPARNA & BARID
164 Rivoli Landing
Macon, GA 31210
(912) 474-5390

CHATTERJEE, LILY
16 LaPlace
Jackson, TN 38305
(901) 668-9285

CHATTERJEE, MADHUMITA & SAMIR
4155 Satellite Blvd. Apt #411
Duluth, GA 30136
(404) 368-1173

CHATTERJEE, NUPUR & PRABIR
7092 South Wind
Columbus, GA 31909
(704) 321-9200

CHATTERJEE, SUMITAVA
186 Hurt Street. N.E. Apt.4
Atlanta, GA 30307
(404) 524-6779

CHOWDHURI, KANIKA & DILIP
9404 Ashford Place
Brentwood, TN 37027
(615) 370-3575

CHOWDHURI, SRABANTI
179 Woodrow St. #13
Athens, GA 30605

DAS, ANJANA & ASHIT
879B Tahoe Way
Roswell, GA 30076
(404) 642-9666

DAS, KALPANA & DR. BIJAN P.
1364 Chalmette Dr.
Atlanta, Ga 30306
(404) 874-7880

DAS, LEKHA & AJIT
1382 Chapel Hill Court
Marietta, GA 30060

DAS, NIRMAL
109 Teressa Drive
Statesboro, GA 30458

DAS, NIRMAL & ASHIMA
5110 MAIN STREAM CIRCLE
NORCROSS, GA 30092
(404) 446-5691

DAS, SHARMISTHA & DEBANKUR
500 North Side Circle #DD3
Atlanta, GA 30309

DAS, SHYAMOLI & P. K.
4515 Holliston Road
Doraville, Ga 30360
(404) 451-8587

DAS, SUTAPA & SOUMYA KANTI
1476 Country Squire Court
DECATUR, GA 30033
(404) 496-1676

DATTA, ANJAN
237 South Gay St. Apt#34B
Auburn, AL 36830

DATTA, BAISHALI & GOURISHANKAR
102 College Station Road #F 109
Athens, GA 30605

DATTA, HARINARAYAN
Dept. of Statistics, Univ. of Georg
Athens, GA 30602

DATTA, SOMA & SANJIB
950 Brookmont Drive
Marietta, GA 30064
(404) 590-0106

DATTA, SUSMITA & SOMNATH
300 Rogers Road, Apt R-307
Athens, GA 30605
(706) 546-5395

DATTA GUPTA, INDRANI & RANJAN
215 Weatherwood Circle
ACQWERTH, GA 30201

DE, MR. & MRS. ANINDYA
3513 North Decatur Road
Scottsdale, GA 30079-1804

DEBSIKDAR, NUPUR & JAGADISH
4546 Trappeurs Crossing
Tuscaloosa, AL 35405
(205) 556-3546

DESAI, PRATEEN & VIBHA
822 WESLEY DRIVE NW
ATLANTA, GA 30305
(404) 351-7882

DESHPANDE, N. U.
1122 State Street
Atlanta, GA 30318

DEY, NUPUR & SUSANTA
206 Vail Ave., #217
Birmingham, AL 35209

DHRUV, Mrs. SUHAS
4279 Lehaven Circle
Tucker, Ga 30084
(404) 493-7197

DUTTA, ARUN & MALLIKA
4217 Dunwoody Road
Martinez, Ga 30907
(706) 868-5373

DUTTA, M. C.
1041 STAGE ROAD
AUBURN, AL 36830
(205) 826-3921

DUTTA, RAJ K.
U D I Box # 787
Fitzgerald, GA 31750

FENTON, DR. J.
4040 Stone Cypher Road, NE
Suwanee, GA 30174

GANGOPADHYAY, NUPUR & ARCHANA
1513, 9th Avenue, Apt #12
Birmingham, AL 35205

GANGULY, AMITAVA & INDRANI
511 Cambridge Way
Martinez, GA 30907
(706) 860-5586

GANGULY, PRABIR
1004 Bellreive Drive
Aiken, SC 29803

GHORAI, Dr & Mrs SUSHANTA
1430 Meriwether Road
Montgomery, Al 36117
(205) 277-2848,

GHOSH, KALPANA
1833 Penny Lane
Marietta, GA 30067

GHOSH, LEENA & DIPANKAR
5239 Jameswood Lane
Birmingham, AL 35244

GHOSH, MADHUMANJARI & DEEPAK
6640 Akers Mill Rd, #3014
Atlanta, GA 30339
(404) 952-8894

GHOSH, MITA & BIJAY
1106 Sanford's Walk
Tucker, GA 30084

GHOSH, MR & MRS. KANAI
213 Melvin Road
Monroeville, Al 36460

GHOSH, PARTHA
P.O.Box# 1122 Tuskegee University
Tuskegee, Al 36088

GIRI, INDRAJIT
179 Woodrow St. #13
Athens, GA 30605

GUPTA, MUKUT & BULA
107 Battery Way
Peachtree City, Ga 30269
(404) 487-9877

GUPTA, RUPA & GAUTAM
5719 Brookstone Walk
Ackworth, GA 30101

GUPTA, SABYASACHI
5571 Vantage Point Road
Columbia, Md 21044
(301) 740-4367

GUPTA, SHANTA & KIRITI
946 Bingham Lane
Stone Mountain, Ga 30083
(404) 296-7244

KADABA, PRASANNA V.
1071 Parkland Run
Smyrna, GA 30082

KAKATI, MANJULA & NABAJYOTI
2321 Westminster Lane
Tuscaloosa, Al 35406

KAPAHI, SUNIL & RITA
4642 Dellrose Dr.
Dunwoody, Ga 30338
(404) 394-1851

KESARINATH, B. N.
121 Shawns Way
Martinez, GA 30907

LAHIRI, ANN BARILE & YASHO
188 Mount Pleasant Avenue
Mamaroneck, NY 10543

LAHIRI, MANIKA & SAMIR
904 Burlington Drive
Evans, Ga 30809
(706) 868-5527

LAHIRI, PRANAB & JAYANTI
1742 Ridgecrest Ct.
Atlanta, Ga 30307
(404) 378-0315

LASKAR, DR. RENU
112 E Brook Wood Dr.
Clemson, Sc 29631
(803) 654-2724

MAHALANABIS, SUSHMITA & JAYANTA
1512 Moncrief Circle
DECATUR, GA 30033
(404) 908-2188

MAITI, SUMITA & BISWAJIT
105 College Station Road
Athens, GA 30605

MAJUMDAR, KRISHNA & ALOK K.
2610 Fauelle Circle
Huntsville, AL 25801

MAZUMDAR, CHAITALI & ASHOR ROY
2000 Woodlake Dr. #201
Palm Bay, FL 32905

MISHRA, ARTI & SOMNATH
1422 Druid Valley Drive
Atlanta, GA 30329
(404) 325-8470

MITRA, DR. A.
706 Patrick Road
Auburn, Al 36830
(205) 887-8111

MITRA, REKHA & DR. SAMARENDRA
1366 Emory Road
Atlanta, Ga 30306
(404) 378-9850

MITRA, SHARMILA & PRASANTA
1909 Crapenyrtle Green
Huntsville, AL 35803

MITRA, STEPHANIE & KIN
135 Spalding Ridge Way
Dunwoody, GA 30350
(404) 396-4922

MOOKHERJEE, DR. HARSHA N.
1505 Bilbrey Park Drive
Cookeville, Tn 38501
(615) 526-5936

MUKHERJEE, AMITESH
5109 B Beverly Glen
Norcross, GA 30092
(404) 441-7616

MUKHERJEE, DR. NANDALAL & MAYA
3320 Rock Creek Drive
REX, GA 30273

MUKHERJEE, PARTHA & SREELEKHA
2045 Pheasant Creek Dr.
Martinez, Ga 30907
(706) 860-1332

MUKHOPADHYAY, KUNAL
1907 South Milledge Ave. Apt # C/9
Athens, GA 30605

PADHYE, ARVIND & SUDHA
2956 Wind Field Circle
Tucker, Ga 30084
(404) 939-1478

PATHAK, DR. N.
324 Seminole Dr.
Montgomery, AL 36117

PATHAK, SUPARNA & BIMAL
585 Fosters Mill Lane
Suwanee, GA 30174
(404) 995-8692

PAUL, KAKOLI
917 Burlington Court
EVANS, GA 30809
(706) 860-3121

PAUL, PRAN
917 Burlington Court
EVANS, GA 30809
(706) 860-3121

PUROKAYASTHA, JOYDEEP
1721 North Decatur Road, Apt #711
Atlanta, GA 30307

RAKKHIT, KALPANA
63 Suffolk Road
Aiken, SC 29803

RAO, GIRIRAJ & CAROLINA
705 Nile Drive
Alpharetta, Ga 30201
(404) 993-5263

RAY, APURBA & KRISHNA
1276 Vista Valley Drive Ne
Atlanta, Ga 30329
(404) 325-4473

RAY, DILIP & KRISHNA
3404 Lochridge Dr.
Birmingham, Al 35216
(205) 979-5968

RAY, RATNA
2008 University Boulevard
Birmingham, AL 35233
(205) 975-1823

ROY, BAIDYA N. & BHARATI
710 Whittington's Ridge
Evans, GA 30809
(706) 868-8233

SACHDEVA, K. L.
5077 North Redan Cir
Stone Mountain, Ga 30088

SAHA, RAMA & ANUJ
610 Spring Creek Lane
Martinez, GA 30907

SAHA, REEMA & SUSHANTA
3870 Vicki Court
Duluth, GA 30136
(404) 623-5608

SAM, SAM
1230 Terramont Drive
Roswell, GA 30076
(404) 992-7098

SAMADDAR, SUJIT & GITA
186 Stone Mill Drive
Martinez, GA 30907
(404) 868-9936

SARKAR, MOITRI & ASHOKE
3514 H Morningside Village Ln.
Doraville, GA 30340

SARKAR, SUSHMITA & SUBHASHISH
1002 Healey Apt., 300 Home Park Ave
Atlanta, GA 30318

SARKER, KRISHNA & DR. SANJAY
2C Country Club Hills
Tuscaloosa, AL 35401

SEN, DR. JAYANTA & SANTA
4524 Amanda Lane
Evans, GA 30809
(706) 863-8450

SEN, SUZANNE & AMITAVA
945 Nottingham Drive
Avondale Estates, Ga 30002
(404) 294-6060

SENGUPTA, KRISHNA & SUHAS
1692 Moncrief Cir.
Decatur, Ga 30033
(404) 934-3229

SENGUPTA, SUMAN & LYN
610 Station View Run
Lawrenceville, GA 30243

SENGUPTA, MINATI & MRIDUL
208 Queen Bury Drive #4
Huntsville, AL 35802

SENGUPTA, DEEPANNITA & &SAIBAL
3111 Waterfront Club Drive
Lithia Springs, GA 30057
(404) 819-1213,

SHARMA, KANIKA & ABANI
12302 Braxted Drive
Orlando, FL 32821

SINGH, MRS. MEENA
2403 Old Concord Road Apt# 301D
Smyrna, Ga 30052
(404) 438-7705

SINHA, NIRMAL K.
6470 Meadowbrook Circle
Worthington, OH 43085

SINHA, UDAY
145 Camp Drive
Carrolton, Ga 30117
(404) 834-8252

SRIVASTAVA, NEETA & APURVA
2602 Noble Ridge Drive
Dunwoody, GA 30338
(404) 452-0693

TALUKDAR, BAREN & GITANJALI
119 Sigman Place
Martinez, GA 30907
(404) 868-7933

TALUKDAR, PAULA & PRADIP
3032 Preston Station
Hixon, TN 37343

VIRDI, PARAMJIT SINGH
2550 Akers Mill Road #E-31
Atlanta, GA 30339

VITHA JEWELLERS, INC.
1594 Woodcliff Drive, Suite B
Atlanta, GA 30329

WATT, P. LALI & IAN
811 Chilton Lane
Wilmette, IL 60091

WITH COMPLIMENTS OF

TAJ MAHAL IMPORTS

Largest Indo-Pak Grocery Store

Always Open
11 am - 8 pm

1612 Woodcliff Dr.,
Atlanta, GA 30329
Tel: (404) 321-5940